বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।

(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)

ডেথ রেফারেন্স নং ৪৬/২০১৭

রাষ্ট্র

-বনাম-

মোঃ হুমায়ূন কবির মোল্লা গং

জনাব এ, এম, আমিন উদ্দিন, এ্যাটর্ণি জেনারেল সঙ্গে
জনাব সামিরা তারানুম রাবেয়া (মিতি), ডেপুটি এ্যাটর্নি জেনারেল সঙ্গে
জনাব আঞ্জুমান আরা বেগম, সহকারী এ্যাটর্ণি জেনারেল সঙ্গে
জনাব কাজী শামসুন নাহার, সহকারী এ্যাটর্ণি জেনারেল সঙ্গে
জনাব সায়েম মোহাম্মাদ মুরাদ, সহকারী এ্যাটর্ণি জেনারেলগণ
------ রাষ্ট্র পক্ষে

জনাব মোহম্মাদ হোসেন, অ্যাডভোকেট--- এজাহারকারীর পক্ষে

জনাব এস,এম শফিকুল ইসলাম স্টেট ডিফেন্স আইনজীবী
---পলাতক আসামী মোঃ রাজু মুন্সী এবং মোঃ রাসেলের পক্ষে

সঙ্গে

ফৌজদারী আপীল নং - ৪১৭৫/২০১৭

মোঃ সবুজ খান ---- আপীলকারী
বনাম
রাষ্ট্র ---- রেসপন্ডেন্ট

জনাব মিজানুর রহমান খান, অ্যাডভোকেট

সঙ্গে

ফৌজদারী আপীল নং - ৪২৫২/২০১৭

(জেল আপীল নং -১৪৭/২০১৭)

মোঃ বিল্লাল হোসেন কিসলু --- আপীলকারী
বনাম
রাষ্ট্র ---- রেসপন্ডেন্ট

জনাব ফজলুল হক খান ফরিদ, অ্যাডভোকেট

সঙ্গে

ফৌজদারী আপীল নং - ৪৩৯৫/২০১৭

(জেল আপীল নং -১৪৫/২০১৭)

মোঃ হুমায়ূন কবির মোল্লা ------- আপীলকারী
বনাম
রাষ্ট্র ---- রেসপন্ডেন্ট

জনাব এস,এম, শাহজাহান, অ্যাডভোকেট সঙ্গে
জনাব মিজানুর রহমান, অ্যাডভোকেট

সঙ্গে

ফৌজদারী আপীল নং- ৫৫৭৭/২০১৭

(জেল আপীল নং -১৪৬/২০১৭)

হাবিব হাওলাদার --- আপীলকারী

বনাম

রাষ্ট্র ---- রেসপন্ডেন্ট

জনাব হেলাল উদ্দিন মোল্লা, অ্যাডভোকেট সঙ্গে

সৈয়দা ফারাহ হেলাল, অ্যাডভোকেট

উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন

এবং

বিচারপতি জনাব মোঃ বশির উল্লাহ

শুনানীর তারিখঃ ০৩.১০.২০২২, ০৪.১০.২০২২, ১০.১০.২০২২ এবং ১১.১০.২০২২ ইং

রায়ের তারিখঃ ১২.১০.২০২২ খ্রিঃ।

বিচারপতি মোঃ বশির উল্লাহ

ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল নং-৪ এর বিজ্ঞ বিচারক দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-০১/২০১৭ তে বিগত ২৮.০৩.২০১৭ ইং তারিখের রায় ও আদেশে অত্র মামলার ৫ জন আসামী মোঃ হুমায়ূন কবির মোল্লা, মোঃ বিল্লাল হোসেন কিসলু, হাবিব হাওলাদার, মোঃ রাজু মুন্সি (পলাতক) এবং মোঃ রাসেল (পলাতক) দেরকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদন্ড এবং আরও ১ জন আসামী মোঃ সবুজ খানকে দোষী সাব্যস্ত করে ৭ (সাত) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরো ১ (এক) বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত করেন। ফৌজদারী কার্য বিধির ৩৭৪ ধারা অনুসারে মামলার নথি, কাগজপত্র সহ চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদনের জন্য উপরোক্ত ডেথ রেফারেন্সটি হাইকোর্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী ১। মোঃ হুমায়ুন কবির মোল্লা ফৌজদারী আপীল নং ৪৩৯৫/২০১৭ এবং জেল আপীল ১৪৫/২০১৭, ২। মোঃ বিল্লাল হোসেন কিসলু ফৌজদারী আপীল নং ৪২৫২/২০১৭ এবং জেল আপীল ১৪৭/২০১৭ এবং ৩। হাবিব

হাওলাদার, ফৌজদারী আপীল নং- ৫৫৭৭/২০১৭ এবং জেল আপীল ১৪৬/২০১৭ দায়ের করেন।

মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামীরা ১। মোঃ রাজু মুন্সি ও ২। মোঃ রাসেল পলাতক থাকায় তাদের পক্ষে কোন আপীল করা হয়নি।

সাজা ও দন্ডপ্রাপ্ত মোঃ সবুজ খান ফৌজদারী আপিল নং ৪১৭৫/২০১৭ দায়ের করেন।

উপরোক্ত ডেথ রেফারেন্স এবং সকল ফৌজদারী আপীল এবং জেল আপীলগুলো একত্রে বিভিন্ন তারিখে শুনানী গ্রহণ করা হয় এবং আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একক রায়ের মধ্য দিয়ে নিষ্পত্তি করার প্রয়াস গ্রহণ করা হলো।

অত্র মামলার এজাহারকারীর অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

এজাহারকারীর পিতা আফতাব আহমেদ বয়স্ক হওয়ায় তাদের ওয়াপদা রোড, পশ্চিম রামপুরাস্থিত বাড়ীর ৩য় তলার উত্তর পাশের ফ্ল্যাটে একা বসবাস করেন। তিনি দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার প্রবীন সাংবাদিক ছিলেন এবং জাতীয় একুশে পদক প্রাপ্ত। সাংবাদিকতা জীবনে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে তার পেশাগত দায়িত্ব পালন করেছেন। এজাহারকারীর পিতা উক্ত ফ্ল্যাটে একা থাকাকালীন তার দেখা শুনার জন্য কাজের বুয়া নাছিমা বেগম (৩৮), প্রায় ০২ বছর যাবৎ নিয়োজিত ছিল। সে কাজের বুয়া হিসাবে কাজ করে এবং তিন বেলা খাবার রান্না করে সন্ধ্যায় তার নিজের বাসায় চলে যায়। এজাহারকারীর পিতার গাড়ী চালানোর জন্য পূর্বের ড্রাইভার অলি মিয়ার মাধ্যমে বর্তমান ড্রাইভার কবিরকে গত ০১/১২/২০১৩ ইং তারিখে এজাহারকারীর পিতা নিয়োগ দেন। ইং ২৪/১২/২০১৩ তারিখ প্রতিদিনের ন্যায় সন্ধ্যার খাবার অনুমান ০৬.৩০ ঘটিকার সময় দিয়ে কাজের বুয়া বাসায় চলে যায়। তখন ড্রাইভার কবির ও একজন রাজমিস্ত্রী উপস্থিত ছিল এবং এজাহারকারীর

পিতার সঙ্গে কথা বলছিল। ২৫/১২/২০১৩ ইং তারিখ সকাল আনুমানিক ০৮.৩০ ঘটিকার সময় কাজের বুয়া নাছিমা বাসায় এসে ৩য় তলার লোহার গেট বন্ধ পেয়ে দক্ষিন পার্শ্বের ফ্ল্যাটের কলিং বেল টিপে ভাড়াটিয়া একরামুল হককে ডাকে। সে এসে গেট খুলে দেয়। এজাহারকারীর পিতার ফ্ল্যাটে যাওয়ার প্রধান দরজা বন্ধ পেয়ে তার মোবাইলে ফোন করে কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে দক্ষিন দিকে বসবাসরত একরামুল হক সাহেবের ফ্ল্যাটের পকেট জানালা দিয়ে দেখা যায় যে, এজাহারকারীর পিতার শয়ন কক্ষের বিছানা এলো-মেলো। তখন নাছিমা দেখতে পায় যে, এজাহারকারীর পিতা মেঝেতে পড়ে আছে। তৎক্ষনাৎ নাছিমা এজাহারকারীর দুলাভাই এ,এস,এমজি ফারুককে ফোন করে বিষয়টি অবগত করেন। তার দুলাভাই আসার পরে থানা পুলিশ ও অন্যান্য ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে এজাহারকারীর বোনের নিকট থাকা চাবি দিয়ে উক্ত দরজা খোলা হয়। এজাহারকারীর পিতার রুমের সামনে দাঁড়িয়ে তারা দেখতে পায় যে, তার পিতা মৃত অবস্থায় চিত হয়ে পড়ে আছে, তার পিতার দুই পা গামছা দিয়ে বাধা, দুই হাত চাঁদর দিয়ে বাধা, গলা সাদা তোয়ালে দ্বারা ফাঁস লাগানোর মত বাধা, মুখমন্ডল সাদা ফুল হাতার গ্যাঞ্জি দ্বারা বাধা, ডান পার্শ্বের গালে গোলাকার রক্তাক্ত জখম এবং এজাহারকারীর পিতার ব্যবহৃত আলমীরার ওয়ারড্রুপের সেফটি লকার খোলা ও এলোমেলো অবস্থায় বিদ্যমান। এজাহারকারীর পিতাকে ২৪/১২/২০১৩ ইং তারিখ সন্ধ্যা আনুমানিক ০৬.৩০ ঘটিকা হতে ২৫/১২/২০১৩ তারিখ সকাল ০৮.৩০ ঘটিকার মধ্যে যে কোন সময় অজ্ঞাতনামা আসামীরা পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে। এজাহারকারী যশোর হতে সংবাদ পেয়ে ঢাকায় এসে উপরোক্ত বিষয়ে বিস্তারিত জেনে এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে তার পিতার মৃতদেহ দেখে আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে এজাহার দায়ের করেন। এই সকল কারণে এজাহার দায়েরে বিলম্ব হয়।

তদন্ত এবং তৎসংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

এজাহারকারী মনোয়ার আহমদ সাগর রামপুরা থানায় ২৬/১২/২০১৩ ইং তারিখে এজাহার দায়ের করেন। ফলে রামপুরা থানার মামলা নং-৩৩ তারিখ ২৬/১২/২০১৩ ইং এর উদ্ভব হয়।

সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাব-ইন্সপেক্টর মোঃ মঞ্জুরুল ইসলামকে তদন্তভার অর্পন করেন। মোঃ মঞ্জুরুল ইসলাম তদন্তভার গ্রহণ করে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র অংকনসহ সূচীপত্র তৈরী করেন। আলামত জব্দ করেন। সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুতের পর লাশ ময়না তদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করেন। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারা মোতাবেক সাক্ষীদের জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন।

পরবর্তীতে স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক মামলাটির তদন্তভার র‍্যাব-৩ এর সাব-ইন্সপেক্টর মোঃ আশিক ইকবালকে অর্পন করা হয়। তিনি তদন্তভার গ্রহণ করে ডকেট পর্যালোচনা করেন। আবারও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারা মোতাবেক সাক্ষীদের জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন। সাংবাদিক আফতাব আহমেদ এর ড্রাইভার মোঃ হুমায়ুন কবির মোল্লা, মোঃ বিল্লাল হোসেন কিসলু এবং মোঃ হাবিব হাওলাদার স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদানের ইচ্ছা জ্ঞাপন করলে তাদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করেন। তিনি আসামীদের স্বেচ্ছায় প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি পর্যালোচনা করেন। আসামীদের নাম, ঠিকানা ও পি,সি,পি,আর যাচাইয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সার্বিক তদন্তে ঘটনার পারিপার্শ্বিকতায় এবং তদন্তে প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণে আসামী মোঃ হুমায়ুন কবির মোল্লা, মোঃ বিল্লাল হোসেন কিসলু, হাবিব হাওলাদার, মোঃ রাজু মুন্সি, মোঃ সবুজ খান এবং মোহাম্মদ রাসেলদের বিরুদ্ধে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে খুনসহ ডাকাতি করার অপরাধ

প্রাথমিকভাবে সত্য প্রমাণিত হওয়ায় এবং আসামীদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩৯৬ ধারার অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় উর্ধতন কর্তৃপক্ষের মতামত সাপেক্ষে অভিযোগপত্র নং ৭৭, তারিখ ২৫/০৩/২০১৪ বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করেন। আসামী নিজামের ঠিকানা উদঘাটিত না হওয়ায় তাকে অভিযোগপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

অভিযোগ গঠনঃ

বিগত ২৪.০৭.২০১৪ ইং তারিখে বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ৩য় আদালত, ঢাকা মোঃ হুমায়ুন কবির মোল্লা, মোঃ বিল্লাল হোসেন কিসলু, হাবিব হাওলাদার, মোঃ রাজু মুন্সি, মোঃ সবুজ খান এবং মোঃ রাসেল (পলাতক) দের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের পর্যাপ্ত উপাদানসমূহ বিদ্যমান থাকায় আসামীদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩৯৬ ধারায় অভিযোগ গঠন করেন। গঠিত অভিযোগ উপস্থিত আসামীদেরকে পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শুনালে আসামীরা নিজেদেরকে নির্দোষ দাবি করে বিচার প্রার্থনা করেন।

বিচারিক কার্যক্রমঃ

বিচারিক আদালত রাষ্ট্রপক্ষের ২০ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেন এবং উপস্থিত আসামীরা তাদের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীগণের মাধ্যমে সাক্ষীদেরকে জেরা করেন। পলাতক আসামীদের পক্ষে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়োজিত আইনজ্ঞ (স্টেট ডিফেন্স লইয়্যার) রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদেরকে জেরা করেন। সাক্ষী গ্রহণ সমাপ্ত হলে আদালত আসামীদেরকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারার অধীনে পরীক্ষা করেন। আদালতের প্রশ্নের জবাবে আসামীরা নিজেদেরকে নির্দোষ মর্মে দাবি করেন এবং সাফাই সাক্ষী দিবে না মর্মে জ্ঞাপন করেন। বিগত ১৫.০১.২০১৭ ইং তারিখে মেট্রো দায়রা মামলা নং-৫৩০১/২০১৪ এর নথিটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রজ্ঞাপন অনুসারে দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল নং -৪, ঢাকায় প্রেরণ

করা হয়। সাক্ষীদের সাক্ষ্য, ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা, আসামীদের ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় প্রদত্ত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি, জব্দ তালিকা, সুরতহাল রিপোর্ট, ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন ইত্যাদি বিচার বিশ্লেষন করে মোঃ হুমায়ুন কবির মোল্লা, মোঃ বিল্লাল হোসেন কিসলু, হাবিব হাওলাদার, মোঃ রাজু মুন্সি (পলাতক) এবং মোঃ রাসেল (পলাতক) দের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩৯৬ ধারার অভিযোগের অপরাধ সুনির্দিস্ট এবং সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় দোষী সাব্যস্ত করে ট্রাইব্যুনাল তাদেরকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করে। সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের মৃত্যু নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের গলায় ফাঁসির রশি ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার জন্য ট্রাইব্যুনাল নির্দেশ প্রদান করেন। তাছাড়া ট্রাইব্যুনাল আসামী মোঃ সবুজ খান ডাকাতি সংঘটন কালে সহযোগী হিসেবে ভূমিকা পালন করায় দন্ডবিধির ৩৯৬ ধারার অভিযোগের অপরাধ সুনির্দিষ্টভাবে এবং সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় দোষী সাব্যস্ত করে তাকে ৭ (সাত) বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরো এক বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত করে।

রাষ্ট্রপক্ষের যুক্তিতর্ক ও নিবেদনঃ

রাষ্ট্রপক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নি জেনারেল মিস সামিরা তারানুম রাবেয়া (মিতি) ডেথ রেফারেন্সটি উপস্থাপন করেন। তিনি অত্র মামলার এজাহারকারী কর্তৃক দায়েরকৃত এজাহার, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগপত্র, জব্দ তালিকা,ময়না তদন্ত রিপোর্ট, সাক্ষীগণের সাক্ষ্য, তিনজন আসামীর ১৬৪ ধারায় প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিসমূহ এবং ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায় অত্র আদালতে উপস্থাপন করেন। তিনি ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও আদেশ অভ্রান্ত, নির্ভুল ও আইনানুগ বিধায় তার অনুমোদন ও চূড়ান্তকরণের প্রার্থনা করেন। তিনি তার যুক্তির

স্বপক্ষে নজির হিসেবে ৪৮ ডি,এল, আর ৩০৫; ২১ ডি,এল,আর ১২২; ১৯ ডি,এল,আর ৫৭৩; এ প্রকাশিত সিদ্ধান্ত সমূহ উপস্হাপন করেন।

রাষ্ট্রপক্ষে বিজ্ঞ এ্যাটর্নি জেনারেল জনাব এ,এম,আমিন উদ্দিন আদালতে যুক্তি তর্ক পেশ করেন। তিনি বলেন, তিন জন আসামী ফৌজদারী কার্যবিধি ১৬৪ ধারার অধীনে যে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছেন তা সম্পূর্ণ সত্য, সঠিক, স্বঃপ্রণোদিত, স্বতঃস্ফূর্ত ও সেচ্ছায় প্রদত্ত। জবানবন্দিগুলো একটির সঙ্গে আরেকটির মিল রয়েছে। কোন প্রকার গড়মিল পরিলক্ষিত হয় নাই। আসামীরা জবানবন্দি প্রত্যাহারের যে আবেদন করেছেন তা অনেক প্রলম্বিত বিধায় অগ্রহণযোগ্য। আসামীদের প্রদত্ত জবানবন্দিগুলো সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত। হত্যাকান্ডে ব্যবহৃত সাদা ফুল হাতা গেঞ্জি, সাদা তোয়ালে, ঘি রং এর চাদর, গ্রামীন চেকের গামছা ইত্যাদি জব্দ করা হয়েছে এবং প্রদর্শন করা হয়েছে। যা অত্র মামলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এবং তা দ্বারা মামলা প্রমাণিত হয়েছে। হত্যাকান্ড সংঘটিত করার পূর্বে আসামীরা পূর্ব পরিকল্পনা করেছে। একাধিকবার তারা বৈঠক করেছে। বিজ্ঞ এ্যাটর্নী জেনারেল নিবেদন করেন যে, আসামীরা জাতীয় একুশে পদকপ্রাপ্ত একজন প্রবীণ সাংবাদিককে নিমর্মভাবে হত্যা করেছে। ফলে তারা কোনোভাবেই কোন প্রকার অনুকম্পা পেতে পারে না। কাজেই তিনি ডেথরেফারেন্সটি চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদনপূর্বক বিচারিক আদালত কর্তৃক মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত কয়েদীদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত শাস্তিসহ অন্যান্য দন্ডপ্রাপ্ত আসামীদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত শাস্তি বহাল রেখে তাদের দায়েরকৃত সকল আপিল ও জেল আপিল খারিজ করার আবেদন করেন। তিনি তার যুক্তির সমর্থনে ১৬ এস,সি,ও, বি (২০২২) (আপীল বিভাগ) ৬২, এবং আপীল বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত ৭৫ ডি,এল,আর (আপীল বিভাগ) (২০২৩) পৃষ্ঠা-৮ এ প্রকাশিত **ড. মিত্রণ মোঃ মহিউদ্দিন ও অন্যান্য বনাম রাষ্ট্র** মামলার সিদ্ধান্ত নজির হিসাবে উপস্হাপন করেন।

এজাহারকারীর পক্ষে নিযুক্ত আইনজীবী জনাব মোহাম্মদ হোসেন, এডভোকেট রাষ্ট্রপক্ষের যুক্তিতর্ক ও নিবেদন সমর্থন করেন।

বিল্লাল হোসেন কিসলুর পক্ষে যুক্তিতর্ক ও নিবেদনঃ

মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত কয়েদী ও আপীলকারী বিল্লাল হোসেন পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব ফজলুল হক খান ফরিদ যুক্তি উপস্থাপন করে বলেন যে, বিল্লাল হোসেন কিসলুর ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার অধীনে প্রদত্ত জবানবন্দি সত্য, স্বপ্রণোদিত ও স্বতঃস্ফুর্ত নয়। জোর করে এহেন জবানবন্দি আদায় করা হয়েছে। ফলে কয়েদী জবানবন্দি প্রত্যাহারের আবেদন করেছিল। এই জবানবন্দি অন্য কোন সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত নয়। শুধুমাত্র স্বীকারক্তিমূলক জবানবন্দির উপর নির্ভর করে দন্ডিত করা ও শাস্তি আরোপ সঠিক হয়নি।

তিনি আরো বলেন যে, কয়েদীকে র‍্যাব ও সি,আই,ডি পরিচয় দিয়ে ডেকে নেয়া হয় মর্মে গত ০৭.০১.২০১৪ ইং তারিখে তাঁর স্ত্রী একটি জেনারেল ডাইরি করেছিল। অথচ তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে ১৩.০১.২০১৪ ইং তারিখে। তার জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়েছে ১৬.০১.২০১৪ ইং তারিখে। তাকে অবৈধভাবে ১০ দিন পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছিল।

জনাব অ্যাডভোকেট ফজলুল হক খান ফরিদ আরো যুক্তি উপস্থাপন করে বলেন যে, কয়েদীর জবানবন্দি রেকর্ডকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪(২) ধারা অনুযায়ী কোন সার্টিফিকেট প্রদান করেননি। কয়েদীর দোষ স্বীকারোক্তিতে হত্যা করার কোন অভিযোগ নাই। হত্যাকান্ডে তাঁর কোন ভূমিকা ছিল না বিধায় এই দন্ডিত কয়েদীর দন্ডাদেশ রদ রহিত যোগ্য।

জনাব অ্যাডভোকেট ফজলুল হক খান ফরিদ তার যুক্তির সমর্থনে ১ এ,ডি,সি ৩৫১; ৪৫ ডি,এল, আর (আপিল বিভাগ) ১৭৫; ১৭ বি,এল,ডি ১৫; ১০ এল, এম (আপিল

বিভাগ) ৪২৩; ৬ বি, এল, সি ৪১৫; বি,সি,আর ১৯৮৪ (হাইকোর্ট বিভাগ) ১০ তে প্রকাশিত নজির সমূহ উপস্থাপন করেন।

হাবিব হাওলাদারের পক্ষে যুক্তিতর্ক ও নিবেদনঃ

মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামি হাবিব হাওলাদারের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব অ্যাডভোকেট হেলাল উদ্দিন মোল্লা যুক্তি তর্ক উপস্থাপন করে বলেন যে, মামলার এজাহার বিলম্বে দায়ের করা হয়েছে। মামলাটিকে সৃজন করা হয়েছে। লুণ্ঠিত অর্থ জব্দ করা হয়নি। এমনকি হাবিবের মোবাইল ফোন কিংবা এই ঘটনায় ব্যবহৃত মোবাইল ফোন জব্দ করা হয় নাই। মোবাইল ফোনের কললিষ্ট উপস্থাপন করা হয়নি।

জনাব অ্যাডভোকেট হেলাল উদ্দিন মোল্লা আরো বক্তব্য উপস্থাপন করে বলেন যে, হাবিব হাওলাদারের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রিমান্ডে নিয়ে জোরপূর্বক আদায় করা হয়েছে। রেকর্ডকৃত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি অন্য কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য দিয়ে সমর্থন করা হয়নি। তিনি আরো বলেন, এই মামলার গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী হচ্ছে অলি, কবির, নাসিমা। অথচ তাদেরকে আদালতে এনে কোন সাক্ষ্য নেওয়া হয়নি। ফলে হাবিব হাওলাদারকে প্রদত্ত দন্ড সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও বে-আইনী। ঘটনার পর দরজাটি কে খুললো তা রহস্যজনক। এই মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা সঠিকভাবে তদন্ত করে নাই। র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন এই ঘটনায় তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে।

জনাব অ্যাভোকেট হেলাল উদ্দিন মোল্লা তার যুক্তির স্বপক্ষে ৬ বি,এল,সি ১৫২; ৭ বি,এল,সি ৪৮০; ৪৮ ডি,এল, আর ১৩৯; ৮ বি, এল, টি (আপিল বিভাগ) ৮৭; ১৩ বি, এল, সি ৩৫৪;৪৩ ডি, এল, আর (আপিল বিভাগ) ২০৩; ৪৩ ডি,এল, আর (আপিল বিভাগ) ৬; ১৪ বি,এল, ডি ৭৩; ২৫ ডি,এল,আর ৩৯৮ তে প্রকাশিত নজির সমূহ উপস্থাপন করেন।

হুমায়ুন কবির মোল্লার পক্ষে যুক্তিতর্ক ও নিবেদনঃ

মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত কয়েদী হুমায়ুন কবির মোল্লার পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব এস,এম, শাহজাহান যুক্তি তর্ক উপস্হাপন করে বলেন যে, এজাহারকারীর দায়েরকৃত এজাহারে ডাকাতি হয়েছে মর্মে কোন কিছুই বর্ণনা করা হয় নাই। অথচ দন্ড প্রদান করা হয়েছে দন্ডবিধির ৩৯৬ ধারায় যা মোটেও যুক্তিযুক্ত নয়। এজাহারটি দুই দিন পরে দায়ের করা হয়েছে এবং এতে কাউকে সন্দেহ করা হয়নি।

জনাব অ্যাডভোকেট এস,এম,শাহজাহান আরো বলেন যে, কয়েদীদের খুন করার কোন উদ্দেশ্য ছিল না। দন্ডবিধির ৩৯৬ ধারা সংক্রান্ত মামলায় আসামী সনাক্ত করণ মহড়া (Test Identification Parade) (T.I.Parade) করা বাঞ্ছনীয় কিন্তু এই মামলায় তা করা হয়নি। এমনকি লুন্ঠিত টাকা উদ্ধার করা হয়নি। এই সকল ভ্রান্তি মামলাটিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

জনাব এস,এম, শাহজাহান আরো যুক্তি দেখান যে, হুমায়ুন কবির মোল্লা ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার অধীন যে দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন তা মোটেও সত্য ও স্বপ্রণোদিত নয়। এই তথাকথিত জবানবন্দি অন্য কোন সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত নয়। তাছাড়া বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদের জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করার সময় ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৬৪ ধারার বিধি-বিধান অনুসরণ ও প্রতিপালন করেন নাই। মাত্র ২৫ মিনিটে বিশাল একটি জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়েছে যা খুবই অবিশ্বাস্য।

জনাব অ্যাডভোকেট এস,এম,শাহজাহান আরো যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, পি,ডব্লিউ-১২ মোঃ সামছুল হক যে সাক্ষ্য দিয়েছেন তার সঙ্গে আসামী হুমায়ুন কবির মোল্লা প্রদত্ত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির অনেক গড়মিল পরিলক্ষিত হয়। জনাব অ্যাডভোকেট এস,এম,শাহজাহান তাঁর যুক্তির স্বপক্ষে ৩৭ ডি,এল, আর ৬৬;

৩৬ ডি,এল,আর ১৮৫; ৪৩ ডি,এল,আর ৫১২; ৪১ ডি,এল,আর ৪৩৫ এবং ১৭ বি, এল,সি (আপীল বিভাগ) ২০৪-এ প্রকাশিত নজির সমূহ তুলে ধরেন।

পলাতক রাজু মুন্সি ও মোঃ রাসেলের পক্ষে যুক্তিতর্ক ও নিবেদনঃ

মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত পলাতক আসামী মোঃ রাজু মুন্সি এবং মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত পলাতক আসামী মোঃ রাসেল এর পক্ষে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়োজিত আইনজীবী জনাব অ্যাডভোকেট এস,এম, শফিকুল ইসলাম অত্র আদালতে যুক্তি তর্ক উপস্থাপন করেন। তিনি জনাব অ্যাডভোকেট এস,এম, শাহজাহানের প্রদত্ত বক্তব্যকে সমর্থন করেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, এই মামলায় কোনো চাক্ষুস সাক্ষী নাই। আসামী রাজু মুন্সি এবং মোঃ রাসেলের নাম এজাহারে লিপিবদ্ধ করা হয় নাই এবং তারা কোন প্রকার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করে নাই। তার যুক্তির সমর্থনে তিনি ২২ বি,এল,সি (আপিল বিভাগ) ১৫৫ তে প্রকাশিত মামলাটির সিদ্ধান্ত নজির হিসেবে উপস্থাপন করেন।

সবুজ খানের আপিলঃ

সাজাপ্রাপ্ত আসামী মোঃ সবুজ খান ট্রাইব্যুনালের রায় ও সিদ্ধান্তের উপর বিক্ষুব্ধ হয়ে ফৌজদারী আপিল নং ৪১৭৫/২০১৭ দায়ের করে। কিন্তু তার নিয়োজিত আইনজীবী জনাব অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান খান আদালতে উপস্থিত হয়ে কোন বক্তব্য কিংবা যুক্তি তর্ক পেশ করেন নাই।

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীদের বক্তব্য শ্রবণসহ তাদের উপস্থাপিত নজিরসমূহ, সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান,এজাহার,অভিযোগপত্র,জব্দ তালিকা, সুরতহাল প্রতিবেদন, ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন, আসামীদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি, সাক্ষীগণের সাক্ষ্য, নিম্ন আদালতের রায়, মামলার যাবতীয় নথিসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হল।

সাক্ষ্য পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের জবানবন্দি ও জেরার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

পি.ডব্লিউ-১, মোঃ মনোয়ার আহমেদ অত্র মামলার এজাহারকারী। তিনি বলেন, গত ২৪/১২/২০১৩ ইং তারিখ সন্ধ্যা ৬.৩০ টা থেকে ২৫/১২/২০১৩ ইং তারিখ সকাল ৮.৩০ টার মধ্যে ঘটনাটি সংঘটিত হয়। ২৫/১২/২০১৩ ইং তারিখ সকাল ৯.৩০ টার দিকে তার বোন আফরোজ আহমেদ বন্যা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জানায় যে,কাজের বুয়া নাসিমা কলিং বেল টিপে তার বাবার কোন সাড়া শব্দ পাচ্ছে না। পরবর্তীতে তার বোন এবং দুলাভাই ফারুক সাহেব পুলিশ সহ সকাল ১০.৩০ টার দিকে উক্ত ফ্লাটে পৌছায়। তার বোনের কাছে উক্ত ফ্ল্যাটের একটা চাবি ছিল। চাবি দ্বারা তার বোন এবং উক্ত দুলাভাই তার পিতার ফ্ল্যাটের কক্ষে প্রবেশ করে দেখে যে, তার পিতার হাত পা বাধা অবস্থায় চিৎ হয়ে পড়ে আছে এবং মুখ বাধা, তোয়ালে প্যাচানো এবং গলায় ফাঁস দেয়া অবস্থায় আছে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এর ক্রাইম সীন ইউনিট সেখানে প্রবেশ করে। তখন উক্ত কক্ষটি সম্পূর্ণরূপে এলোমেলো অবস্থায় ছিল। তার পিতার একটি ছোট ড্রয়ারে সেফটি লকার ছিল সেই লকারটি ভাঙ্গা ও খোলা অবস্থায় ছিল। তাছাড়া তখন টিভি খোলা ছিল। অতিরিক্ত শব্দ অবস্থায় টিভি চলছিল। কাপড়-চোপড় এলোমেলো অবস্থায়। তার পিতার ঘরের মধ্যে থাকা ছবির বক্স ভাঙ্গা অবস্থায় ছিল। তিনি তার যশোর কর্মস্থল হতে বেলা ১১.৩০ টার দিকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। রাত ১০.০০ টার দিকে তার পিতার উক্ত বাসায় ঘটনাস্থলে এসে বোনের সঙ্গে দেখা করে ঘটনার বিষয় জানতে পারেন। তিনি তার পিতার কক্ষের বাইরে দাড়িয়ে উক্ত কক্ষের যাবতীয় বিষয় উলট-পালট অবস্থায় দেখতে পান। ঘটনার পরের দিন ২৫/১২/২০১৩ ইং তারিখ সকাল ৭ ঘটিকার সময় তিনি ও তার দুলাভাই ফারুক সাহেবকে নিয়া রামপুরা থানায় যান। এজাহার দায়েরের সময় তার আব্বার ড্রাইভার হুমায়ুন কবির পলাতক থাকায় তাকে

সন্দেহ হয়। তিনি এজাহারে উক্ত বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি ড্রাইভার হুমায়ুন কবিরের মোবাইল ফোন ঘটনার পরে বন্ধ পেয়ে ছিলেন। তারপর রামপুরা থানায় অত্র মামলার এজাহার দায়ের করেন। তিনি আদালতে এজাহার এবং উহাতে তার স্বাক্ষর (প্রদশর্নী-১,১/১) চিহ্নিত করেন। তার পিতার ড্রাইভার হুমায়ুন কবির, কিসলু, হাবিব, রাজু মুন্সী, রাসেল, সবুজ র‍্যাবের হাতে ধরা পড়ে মর্মে জানতে পারেন পত্রিকা ও টিভির মাধ্যমে। আসামী ড্রাইভার হুমায়ুন কবির,হাবিব,কিসলু ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধান মোতাবেক ম্যাজিষ্ট্রেট এর কাছে জবানবন্দি প্রদান করে। আসামীরা তার পিতার কাছ থেকে ৭২ হাজার টাকা নিয়ে নির্মমভাবে খুন করে। ধৃত আসামীরা কাঠ গড়ায় আছে। আসামী হুমায়ুনকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে চিনেন। তিনি বিচার প্রার্থনা করেন। তিনি জেরার জবাবে বলেন যে, এজাহারে যে হুমায়ূন কবিরের কথা বলেছেন কাঠগড়ার আসামী সেই হুমায়ূন কবির নয় কথাটি সত্য নয়। তার পিতার ব্যক্তিগত গাড়ী ও ড্রাইভার ছিল না কথাটি সত্য নয়। তার পিতা ফটো সাংবাদিক হওয়ায় তার কিছু ব্যক্তিগত শত্রুদের দ্বারা অত্র মামলার ঘটনা ঘটানো হয়েছে কথাটি সত্য নয়।

পি, ডব্লিউ-২, মোছাঃ নাছিমা বেগম গৃহ পরিচারিকা। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি ২৪/১২/২০১৩ ইং তারিখ সন্ধ্যা ৬.৩০ টায় সাংবাদিক আফতাব আহমেদ সাহেবের বাসা থেকে কাজ শেষ করে যাওয়ার সময় দেখেন যে, ড্রাইভার কবির, একজন রাজমিস্ত্রী ও সাংবাদিক আফতাব সাহেব বসে কথা বলতেছিল। এর পরে তিনি চলে যান। পরের দিন সকাল ৮.৩০ টার সময় তিনি সাংবাদিকের বাসায় আসেন এবং কলিং বেল টিপ দিলে ভিতর থেকে সাংবাদিক সাহেব ঘরের দরজা খোলে না। ফলে তিনি আফরোজা আহমেদ বন্যাকে মোবাইল ফোন করেন। তখন বন্যা তার আব্বুর নম্বরে ফোন দিতে বলেন। তিনি আফতাব সাহেবের ফোন নম্বরে

ফোন দিলে তা বন্ধ পান। তারপর তিনি উক্ত ঘটনা স্থলের পার্শ্বের ফ্ল্যাটের ভাড়াটিয়া ইকরামুল হককে ডেকে তুলেন। তিনি কান্না-কাটি শুরু করলে ঘটনাস্থলে অনেক লোকজন আসে। তিনি তখন পকেট জানালা দিয়া বাসার ভিতরে উকি দেন এবং বাসার ভিতরে টিভি চালু অবস্থায় দেখতে পান এবং বাসার ভিতরে জিনিসপত্র এলোমেলো অবস্থায় দেখতে পান। তিনি উকি দিয়া আরো দেখেন যে, সাংবাদিক সাহেবের পা গামছা দিয়া বাধা অবস্থায় খাটের পার্শ্বে পড়া। তিনি পুনরায় সাংবাদিক সাহেবের মেয়েকে ফোন দেন। সাংবাদিকের মেয়ে তাকে ড্রাইভার এর নম্বরে ফোন দিতে বলেন। তিনি কবিরের নম্বরের ফোন দেন কিন্তু তা বন্ধ অবস্থায় পান। বন্যা পরে পুলিশ সহ সকাল ৯/১০ টার দিকে ঘটনাস্থলে আসে। বন্যার কাছে একটা চাবি ছিল, উক্ত চাবি পুলিশকে দিলে পুলিশ উক্ত চাবি দিয়া দরজা খুলে। তিনি, সাংবাদিকের মেয়ে ও পুলিশ একসঙ্গে ঘরে প্রবেশ করেন। সেখানে প্রবেশ করে দেখেন যে, সাংবাদিক সাহেবের হাত পা বাধা অবস্থায় লাশ খাটের পাশে পড়ে আছে। তিনি জেরার জবাবে বলেন যে, ২৪/১২/২০১৩ ইং তারিখে সে সন্ধ্যা ৬.৩০ টার সময় সাংবাদিক সাহেবের বাড়ী থেকে যাওয়ার সময় সে তাকে সুস্থ দেখে যায়। ২৫/১২/২০১৩ ইং তারিখ সকাল ৮.৩০ ঘটিকায় এসে সাংবাদিক সাহেবকে বাসায় মৃত অবস্থায় দেখিতে পান।

পি, ডব্লিউ-৩, মিসেস শামীমা আলম (চতুর্থ তলার ভাড়াটিয়া), তার সাক্ষ্যে বলেন যে, ২৫/১২/২০১৩ইং তারিখে সাংবাদিক আফতাব সাহেবের বাসার কাজের বুয়া এসে কান্না-কাটি করে। তিনি বুয়ার কান্না শুনে বাসা থেকে বের হন। তিনি ঘটনাস্থলের তিন তলার বাসার পকেট জানালা দিয়ে সাংবাদিক সাহেবের ঘর এলোমেলো ছিল দেখেন। তাছাড়া আলমারী খোলা অবস্থায় দেখতে পান। সাংবাদিক সাহেবকে নীচে মেঝেতে হাত-পা বাধা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি জেরার

জবাবে বলেন যে, তিনি সাংবাদিক সাহেবের ছেলে বলে বাড়িওয়ালার পক্ষে মিথ্যা মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন বক্তব্যটি সত্য নয়।

পি, ডব্লিউ-৪, শাহানা বেগম একজন নার্স এবং ঐ বাড়ির ভাড়াটিয়া। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেন যে, ২৫/১২/২০১৩ইং তারিখ সকাল বেলা বাড়ীর মালিক সাংবাদিক আফতাব আহমেদের কাজের বুয়া এসে তাদের দালানের তৃতীয় তলায় কান্নাকাটি শুরু করে। তিনি তখন বুয়ার কান্না-কাটির শব্দ শুনে তৃতীয় তলায় নেমে আসেন। তখন তারা ঘটনাস্থলের পকেট জানালা দিয়ে দেখতে পান যে, সাংবাদিক সাহেবের পা দেখা যায় এবং মেঝেতে পড়ে আছে পা বাঁধা অবস্থায়। উক্ত ঘটনাস্থলে চতুর্থ তলার ভাড়াটিয়া সিআইডির লোক সাইদ আহমেদ থাকে। সে প্রথমে রামপুরা থানায় ফোন দেয় এবং সিআইডি অফিসেও ফোন দেয়। তারপর সাংবাদিক আফতাব সাহেবের মেয়ে ও পুলিশ এক সঙ্গে ঘটনাস্থলে আসে। তারপর ঘরের দরজা খুলে তারা সবাই মিলে ঘটনাস্থলের ঘরটিতে প্রবেশ করে এবং সাংবাদিক সাহেবকে পা বাঁধা অবস্থায় মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি জেরার জবাবে বলেন যে, বাড়ী নির্মাণ করার বিষয়ে সাংবাদিক সাহেবের সাথে তার ছেলেদের বিরোধ ছিল কিনা তৎমর্মে তিনি কিছু জানেন না। তিনি কোন ঘটনা দেখেন নাই বা কোন কিছু জানেন না কথাটি সত্য নয়। তিনি বাদীদের খুশি করার জন্য মিথ্যা মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন কথাটি সত্য নয়।

পি, ডব্লিউ-৫, আফরোজ আহম্মেদ বন্যা হচ্ছেন মৃত আফতাব আহমেদের কন্যা। তিনি জানান যে, ২৫/১২/২০১৩ইং তারিখ সকাল ৮.৪৫/৯.০০ টার সময় কাজের বুয়া নাছিমা তাকে ফোন দিয়া জানায় যে, তার পিতা আফতাব সাহেবের ফোন বন্ধ এবং দরজা খুলছে না এবং তাকে অতিসত্বর আসতে বলেন। তিনি আনুমানিক সকাল ১১.০০ টার দিকে বাবার বাড়ীতে আসেন। তার পিতা বাইরের গেটের একটা চাবি

দেয় তাকে বাড়ীতে প্রবেশের জন্য। তিনি এসে তার পিতার বাড়ীর সিঁড়ি দিয়া পুলিশকে উঠতে দেখেন এবং রাস্তায় অনেক লোক দেখেন। তিনি ও তার স্বামী, বাচ্চা সহ পুলিশের সংগে তার পিতার কক্ষে প্রবেশ করেন। তিনি প্রবেশ করে দেখেন যে, তার পিতার দুই পা, দুই হাত বাঁধা ও গলায় কাপড় পেচানো ছিল এবং মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ে ছিল এবং লুঙ্গি হাটুর উপরে তোলা ছিল। ঘরের ভিতরে মাল জিনিস উলট-পালট অবস্থায় ছিল। তিনি হত্যাকারী হিসেবে তার ড্রাইভার হুমায়ুন কবিরকে সন্দেহ করেন। তার পিতা ড্রাইভার হুমায়ুন কবিরকে ০১/১২/১৩ইং তারিখে নিয়োগ দেন। প্রথমে তাকে বাড়ীর ছাদে রুম, ওয়াশরুম, রান্না ঘর তৈরী করে দেন। কিন্তু ৭/৮ দিন থাকার পরে ড্রাইভারের চলাফেরা সন্দেহ জনক হওয়ায় তার কক্ষ থেকে বাসার চাবি নেয়া হয়। তারপর তার পিতা হুমায়ুন কবিরকে তার পূর্বের ম্যাচে থাকতে বলেন। তার পিতাকে হুমায়ুন কবির তাদের নীচ তলার ফ্ল্যাট খালি থাকায় উক্ত ফ্ল্যাটের ভাড়াটিয়া সাজিয়ে লোকজন বাসায় নিয়ে আসে এবং তার পিতাকে হত্যা করে মর্মে শুনেছেন। ঘটনার দিন তার পিতাকে হুমায়ুন কবির জানায় ভাড়াটিয়া নীচ তলার এডভান্স দিতে আসছে বলে ভিতরে নিয়ে আসে। তার পিতার বেড রুমে আসামী হুমায়ুন কবির সব সময় যাতায়াত করত। মাঝে মধ্যে তার পিতার কাছ থেকে টাকা নিত। আসামী হুমায়ুন কবির পিতার অনেক টাকা আছে মর্মে সন্দেহ করে টাকার জন্য হত্যা করে। আসামী হুমায়ুন কবির সাভারে এক মুদি দোকানদারকে হত্যা করে সেপটি ট্যাংকে ফেলে রাখে মর্মে শুনেছেন। আসামী হুমায়ুন কবির সংঘবদ্ধভাবে লোকজন নিয়ে তার পিতাকে টাকার জন্য পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছেন। আসামীরা ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে জবানবন্দি প্রদান করে। আসামী হুমায়ুন কবির ডকে আছে মর্মে সনাক্ত করেন। আসামী হুমায়ুন কবিরসহ ৭ জন তার পিতাকে হত্যা করে মর্মে শুনেছেন। তার পিতার হত্যার পর থেকে আসামী হুমায়ুন কবিরকে তার ম্যাচে পাওয়া

যায় নাই এবং তার মোবাইল ফোনও বন্ধ ছিল। তিনি জেরার জবাবে বলেন যে, কাজের মেয়ে নাসিমাই জানে যে, তার পিতা কিভাবে মারা গেছে বক্তব্যটি সত্য নয়। ড্রাইভার হুমায়ূন কবির তার পিতার হত্যার সাথে জড়িত নয় বক্তব্যটি সত্য নয়।

পি, ডব্লিউ-৬, এ. এস. এম. জি ফারক হচ্ছেন মৃতের মেয়ের জামাই। তিনি সুরতহাল রিপোর্ট এবং জব্দ তালিকার সাক্ষী। তিনি বলেন, যিনি মারা গেছেন তিনি তার শ্বশুর। ২৫/১২/২০১৩ইং তারিখ আনুমানিক ৮.৪৫ ঘটিকায় তার শ্বশুরের কাজের বুয়া তার স্ত্রীকে ফোন করে জানায় যে, সাংবাদিক সাহেব দরজা খুলছেন না। তিনি তার শ্বশুরের ড্রাইভারকে ফোন দিতে বলেন। তিনি নিজেও ড্রাইভারকে ফোন করেন কিন্তু তার ফোন বন্ধ পান। কাজের বুয়া নাছিমা তাদেরকে জানায় যে, তার শ্বশুরের হাত পা বাঁধা অবস্থায় লাশ বেড রুমের মাটিতে দেখা যাচ্ছে। ভেন্টিলেটার দিয়ে তার লাশ দেখা যাচ্ছে। পরে তিনি স্ত্রীসহ শ্বশুরের বাসায় আসেন সকাল ১০.০০ থেকে ১১.৩০ টায়। এসে বাড়ীর সামনে ভিড় দেখেন। পুলিশের লোকজন আসতে দেখেন। তারা দরজা খুলতে পারছেনা। পরে তার স্ত্রীর কাছ থেকে চাবি নিয়ে দরজা খুলে তারা ঐ রুমে ঢুকে দেখেন যে, তার শ্বশুরের হাত-পা বাঁধা। মুখ একটা সাদা গেঞ্জি দিয়ে বাঁধা। ইজি চেয়ারটা ওলটানো। টেলিভিশনে প্রচন্ড সাউন্ড ছিল। তার গালে একটা গোলাকৃতির দাগ ছিল। গলায় সাদা তোয়ালে দ্বারা ফাঁস লাগানো ছিল। পুলিশ সুরতহাল প্রস্তুত করে তার স্বাক্ষর গ্রহণ করে। পুলিশ মানি ব্যাগ, স্কুড্রাইভার, মোবাইল ফোন, চাদর, তোয়ালে, গেঞ্জি জব্দ করে জব্দ তালিকায় তার স্বাক্ষর নেয়। হুমায়ুন কবির ০১/১২/২০১৩ ইং তারিখে তার শ্বশুর আফতাব সাহেবের ড্রাইভার হিসাবে যোগদান করে। হুমায়ুন কবির ডকে আছে মর্মে তিনি সনাক্ত করেন। জব্দ তালিকা প্রদশর্নী-২, তার স্বাক্ষর প্রদশর্নী ২/১, সুরতহাল রিপোর্ট প্রদশর্নী-৩, তাতে তার স্বাক্ষর প্রদশর্নী ৩/১ হিসাবে বিচারিক আদালতে উপস্থাপন করেন। তিনি জেরার

জবাবে বলেন যে, আসামী হুমায়ূন ঘটনার সাথে জড়িত নয় বা তারা সাংবাদিককে একাকী রেখেছেন বলে তিনি দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে বিধায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন কথাটি সত্য নয়। সুরত হাল রিপোর্ট তার সামনে প্রস্তুত হয়নি কথাটি সত্য নয়। তার সামনে জব্দ তালিকা প্রস্তুত হয়নি বা অসত্য সাক্ষ্য দিল কথাটি সত্য নয়।

পি, ডব্লিউ-৭, একরামুল হক হচ্ছেন মৃতের বাড়ির ভাড়াটিয়া। তিনি বলেন যে, ২৫/১২/২০১৩ইং তারিখে সন্ধ্যার ঘটনা। পরের দিন ৮.০০ থেকে ৮.৩০ টায় কাজের মহিলা তাদেরকে বলে যে, খালুজান দরজা খুলছে না। তিনি গাড়ীর ড্রাইভারকে ফোন দিতে বলেন। তার নম্বরে ফোন দিয়ে বন্ধ পাওয়া যায়। ভিকটিমের মেয়ে আফরোজাকে ফোন দেন। থানায় ফোন দেয়া হলে তারা এসে তালা খুলে। ভিতরে গিয়ে ভিকটিমকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি ড্রাইভার কবিরকে সনাক্ত করেন। তিনি জেরার জবাবে বলেন যে, হুমায়ুন কবির কখনো ভিকটিমের ড্রাইভার হিসাবে কাজ করেনি বা বাদী পক্ষের লোকের কথায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন বক্তব্য সত্য নয়।

পি, ডব্লিউ-৮, মোঃ জাকির হোসেন হচ্ছেন মৃতের প্রতিবেশী। তিনি বলেন যে, জামে মসজিদের পাশে থাকেন। ২৬ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকায় জানতে পারেন যে, সাংবাদিক আফতাব সাহেব খুন হয়েছেন।

পি, ডব্লিউ-৯, মোফাজ্জেল হোসেন বলেন যে, সাংবাদিক সাহেব মারা গেছেন ২৬/১২/২০১৩ ইং তারিখ। তিনি পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারেন। রাষ্ট্রপক্ষে তাকে টেন্ডার করা হয়। আসামী পক্ষে তাকে কোন জেরা করা হয় নাই।

পি, ডব্লিউ -১০, লিপি আক্তার খাদ্য বিক্রেতা। তিনি জানান যে, ২০১৩ সালের ঘটনা। তখন আসামী কবির তার বাসায় খেত। তিনি টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন মানুষকে খাওয়ান। ২৪ তারিখে দুপুরে কবির খাওয়া-দাওয়া করে। সন্ধ্যার দিকে তার

বাসার নিচে কবিরের সাথে তার দেখা হয়। কবির জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে, তিনি বাজারে যাচ্ছেন। কবির তার বাসার চাবি চায়, টি.ভি দেখার জন্য। তিনি রুম খুলে দিয়ে বাজারে যান। রাত ৯.০০ টার দিকে বাসায় আসেন। এসে দেখেন কবির তার ব্যাগ নিয়ে চলে গেছে। কবিরের সাথে একজন ছিল। তিনি ভেবেছেন তারা টাকা দেওয়ার ভয়ে পালিয়েছে। পরের দিন ২৫ তারিখ টিভির খবরে দেখেন, কবির যে বাসায় চাকুরী করে তার মালিককে মেরে ফেলেছে। খবরে দেখেন, কবির তার স্যার কে মেরে ফেলেছে। পরে শুনেন কবির ধরা পড়েছে। তিনি জেরার জবাবে বলেন যে, তার খাবার মান ভাল না মর্মে কবির অভিযোগ করায় তার বিরুদ্ধে ভিকটিমের জামাইয়ের অনুরোধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন কথাটি সত্য নয়।

পি, ডব্লিউ-১১, মোঃ ওবায়েদুল ইসলাম ভিকটিম আফতাব সাহেবের ড্রাইভার হিসাবে চাকুরী করতেন। তার প্রদত্ত সাক্ষ্যে বলেন যে, ঘটনার সময় তিনি বাড়ীতে ছিলেন। টি.ভি তে সংবাদ দেখেন যে, সাংবাদিক আফতাব সাহেব মারা গেছেন। তিনি আগে লিপি আক্তার (পি ডব্লিউ-১০) এর বাসায় ভাত খেতেন। আসামী পক্ষে তাকে জেরা করা হয় নাই।

পি, ডব্লিউ-১২, মোঃ সামছুল হক হচ্ছেন সুরতহাল প্রতিবেদনের সাক্ষী। তিনি বলেন যে, ভিকটিম আফতাব আহমেদ তার বড় ভায়রা। ২৫/১২/২০১৩ ইং তাং সকাল ৮.৪৫ থেকে ৯.০০ টায় ভিকটিমের মেয়ে বন্যা তাকে ফোন করে ভিকটিম এর মৃত্যুর খবর জানায়। তখন তিনি তার স্ত্রীকে নিয়ে ভায়রার বাসা রামপুরার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে ১০.৩০ টায় পৌছে দেখেন পুলিশ, বন্যা ও তার স্বামী সহ অন্যান্য লোকজন আছে। বাসার খাটের পাশে মেঝেতে ভিকটিমের মৃত দেহ দেখেন। হাত চাদর দিয়ে, পা গামছা দিয়ে বাঁধা। গলা সাদা তোয়ালে দিয়ে আটকানো, মুখে গেঞ্জি ঢোকানো। পুলিশ সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত করে তার স্বাক্ষর নেয়। তিনি তার স্বাক্ষর

প্রদশর্নী ৩/২ হিসেবে আদালতে দাখিল করেন। তারা ড্রাইভার হুমায়ুন কবিরকে খুঁজেন। তাকে কোথাও পাওয়া যায় না। তার মোবাইল নম্বরে ফোন করে বন্ধ পান বিধায় তাকে তারা সন্দেহ করেন। পরে শুনতে পান র‍্যাব তাকে গ্রেফতার করেছে। পরে শুনেন তার ভায়রা আফতাব সাহেবের চিকিৎসার জন্য ভারতে যাওয়ার কথা ছিল। সে উদ্দেশ্যে ঘটনার আগের দিন ব্যাংক থেকে কিছু টাকা তুলেন। ড্রাইভার টাকা ওঠাতে দেখেছে। ড্রাইভার সাধারনত বাসায় থাকে না। ঐ দিন রাতে ড্রাইভার ছিল। ঐ টাকা নেয়ার জন্য ড্রাইভার আরো লোকজনসহ ভিকটিম কে হত্যা করেছে। তিনি জেরার জবাবে বলেন যে, গিয়ে দেখি পুলিশ, বন্যা ও তার স্বামী সহ অন্যান্য লোকজন আছে। বাসার খাটের পাশে মেঝেতে ভিকটিমের মৃত দেহ দেখেন। হাত চাদর দিয়ে, পা গামছা দিয়ে বাঁধা। গলা সাদা তোয়ালে দিয়ে আটকানো, মুখে গেঞ্জি ঢোকানো। পুলিশ সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত করে তার স্বাক্ষর নেয়। সেই স্বাক্ষর প্রদঃ ৩/২। তারা ড্রাইভার হুমায়ূন কবিরকে খোঁজেন। তাকে কোথাও পাওয়া যায় নাই। জেরার জবাবে বলেন যে, মৃত দেখেন নাই বা সাদা কাগজে স্বাক্ষর করা হয়েছে কথাটি সত্য নয়। ভিকটিম ঘটনার আগের দিন ভারতে চিকিৎসার জন্য টাকা তুলে যা ড্রাইভার দেখেছিল।

পি, ডব্লিউ-১৩, ডাঃ আঃ খঃ ম শফিউজ্জামান হচ্ছেন ময়না তদন্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী। তিনি বলেন যে, ২৫/১২/২০১৩ইং তাং রামপুরা থানার জি,ডি নং-১০৮৩ মূলে উক্ত থানার এস.আই মঞ্জুরুল ইসলাম কর্তৃক মৃত আফতাব উদ্দিন এর সুরতহাল ও চালান পর্যালোচনা পূর্বক মৃত আফতাব আহমেদের ময়নাতদন্ত করেন। নিম্ন লিখিত পর্যবেক্ষনসহ ভিসেরা রাসায়নিক পরীক্ষায় পাঠানোর পরামর্শ দিয়ে উক্ত তারিখে মতামত পেন্ডিং রাখেন এবং রাসায়নিক পরীক্ষার রিপোর্ট প্রাপ্তি সাপেক্ষে গত

১০/২/২০১৪ইং তারিখে চূড়ান্ত মতামত প্রদান করেন। ময়নাতদন্তের External injury নিম্নরুপঃ-

After removal of ligature material (shada towel, shal and Gamsa) (i) about 3 (three) inch, breadth of ligature mark found in the neck which is transverse horizontal and completely encircling the whole neck which lies below the thyroid cartilage (ii) Bruise found on the middle of both upper and lower lips measuring 1/3′′x 1/3 inch (iii) about $2\frac{1}{2}$ ′′ breadth of ligature marks found on the dorsal aspect of the both lower forearm which lies just over the both wrist joint measuring of each 4′′ x $2\frac{1}{2}$ ′′ (iv) about 3 inch breadth of ligature mark found on the both lower leg which lies just above the ankle joint measuring 5′′ x 3′′. Abrasion found over the left knee joint measuring $\frac{1}{2}$ ′′ X $\frac{1}{3}$ ′′ circular shape of teeth the bite mark. Which is circular found in the middle of the right check with a gap of each tooth.

ভিসেরা রিপোর্ট পাওয়ার পর তিনি চূড়ান্ত মতামত পেশ করেন যা নিম্নরূপঃ

Considering post mortam examination findings and chemical analysis report of viscera, I am of the opinion that death was due to asphyxia as a result of strangulation (Ligature) and

suffocation (smothering) which was antemortam and homicidal in nature.

তিনি প্রদর্শনী ৪ হিসেবে ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং প্রদর্শনী ৪/১ হিসেবে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন। প্রদর্শনী-৫ হিসেবে ভিসেরা রিপোর্ট দাখিল করেন এবং প্রদর্শনী-৫/১ হিসেবে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন। তিনি জেরার জবাবে বলেন যে, Medical jurisprudance মোতাবেক ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়নি কথাটি সত্য নয়।

পি,ডব্লিউ-১৪, মোঃ হাসিবুল হক হচ্ছেন ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি বলেন যে, তিনি গত ১৬/০১/২০১৪ ইং তারিখে একই পদে একই স্থানে কর্মরত থাকাকালে তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক উপস্থাপন মতে আসামী বিল্লাল হোসেন কিসলু এর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি ফৌজদারী কার্যবিধি ১৬৪ ধারা মতে নিজ খাস কামরায় লিপিবদ্ধ করেন। তিনি সেই জবানবন্দি প্রদর্শনী-৬ সিরিজ হিসেবে দাখিল করেন। তিনি জেরার জবাবে বলেন যে, তার সামনে আসামীকে কে উপস্থাপন করে তার নাম লেখা নাই, জনৈক সাব-ইন্সপেক্টর লেখা আছে, সকাল ১০.৩০ টার দিকে তিনি এজলাশে উঠেন, ১০.০০ টায় খাস কামরায় ছিলেন, খাস কামরায় বসে কেন জবানবন্দি রেকর্ড করলেন তার কারণ ব্যাখ্যা করেন নাই। আসামীকে সায়দাবাদ বাসস্ট্যান্ড থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে উল্লেখ করা হয়েছে, কোন জেলা থেকে উল্লেখ করে নাই।

তিনি জেরাতে আরও বলেন যে, আসামী বলেছিল যে, র‍্যাব তাকে ১০ তারিখে ধরেছিল। আসামীকে পিয়ন মোর্শেদুল আলমের হেফাজতে রেখেছিলেন, আসামীর দৃষ্টি সীমার মধ্যে পুলিশ ছিল না। জেরার জবাবে তিনি জানান যে, ১৬৪, ৩৬৪ ধারা ইত্যাদি সঠিকভাবে অনুসরন করেননি বক্তব্য সত্য নয়। তিনি আরো জানান যে, সত্য নয় যে, তদন্তকারীর কথা মত জবানবন্দি রেকর্ড করেন এবং আসামী বলেছিল

যে, পুলিশ তাকে অত্যাচার করেছে। তিনি জেরার জবাবে বলেন যে, আসামীকে সায়দাবাদ বাসস্ট্যান্ড থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে উল্লেখ করা হয়েছে। আসামীর দৃষ্টি সীমার মধ্যে পুলিশ ছিল না। শুধু একজন ছিল তার নাম উল্লেখ করেন নাই। ১৬৪,৩৬৪ ধারা সি.আর. আর.ও ইত্যাদি সঠিক ভাবে অনুসরণ করেন নাই কথাটি সত্য নয়।

পি,ডব্লিউ-১৫, নূর মোহাম্মদ পুলিশের কনষ্টেবল। তিনি বলেন যে, ২৫/১২/২০১৩ ইং তারিখ রামপুরা থানায় কর্মরত থাকাকালে ডিউটিতে নিয়োজিত অবস্থায় সংবাদ পান যে, মহানগর প্রজেক্ট, পশ্চিম রামপুরায় একজন লোক মারা গেছে। আনুমানিক বেলা ২.৩০ থেকে ৩.০০ টার দিকে সেখানে গিয়ে দেখেন যে, অনেক লোকজন ও তাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা আছেন। তাকে পোষ্ট মর্টেমের জন্য লাশ নিয়ে যেতে বলা হয়। ভিকটিমের নাম ছিল সাংবাদিক আফতাব আহমেদ। পরে চালানমূলে লাশ ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যান। পোষ্ট মর্টেম শেষে লাশ তিনি ভিকটিমের মেয়ের জামাতার কাছে বুঝিয়ে দেন। লাশের সাথে পরিহিত লুঙ্গি ও শার্টের অংশ থানায় এনে তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে জমা দেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা জব্দ তালিকা প্রস্তুত করেন। সেই চালান প্রদশর্নী-৮ এবং উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদশর্নী-৮/১ আদালতে দাখিল করেন এবং ২৭/১২/১৩ তারিখের জব্দ তালিকা প্রদশর্নী-৯ এবং তার স্বাক্ষর প্রদশর্নী- ৯/১ হিসেবে আদালতে দাখিল করেন। তিনি জেরার জবাবে বলেন যে, ২৭ তারিখে কোন আলামত জব্দ করেননি কথাটি সত্য নয়।

পি, ডব্লিউ-১৬, মোঃ আবু সাহেদ হচ্ছেন পুলিশের একজন কনষ্টেবল। তিনি জানান যে, ২৪/১২/২০১৩ইং তাং একই পদে একই স্থানে কর্মরত থাকাকালে রাত্রীকালীন ডিউটি শেষে রাত ১.০০ টায় বাসায় ফিরেন। ২৫ তারিখ সকাল আনুমানিক ৯.০০ টার দিকে ৩ তলার কাজের বুয়ার চিৎকার শুনতে পান। তিনি ৬৩, ওয়াপদা রোড,

পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা বাসার ৪র্থ তলায় ভাড়া থাকতেন। তারা সবাই ৩ তলায় গিয়ে দেখেন গেট বন্ধ, কাজের বুয়া কান্নাকাটি করছে। পাশের ভাড়াটিয়া একরামুলের বাসার একটা পকেট জানালা দিয়ে উকি মেরে তিনি দেখেন খাটের পাশে আফতাব সাহেব পড়ে আছেন পা দুটো একটা লাল চেক গামছা দ্বারা বাঁধা। তখন তিনি রামপুরা থানায় ফোন দেন। নীচে নেমে পুলিশের টহল গাড়ী আসে কিনা দেখেন। ইতিমধ্যে ভিকটিমের মেয়ে রামপুরা থানার পুলিশ সহ আসেন। মেয়ের কাছে চাবি ছিল। খুলে পুলিশ সহ তিনি ঢুকেন এবং দেখেন ভিকটিম মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। মুখ গেঞ্জি দ্বারা বাঁধা, হাত চাঁদর দিয়ে পেঁচানো। গলা তোয়ালে দ্বারা পেঁচানো। সি.আই.ডি টিম এসে সবাইকে বের করে দিলে তিনি তার বাসায় চলে যান। তখন শুনেন যে, ভিকটিমের ড্রাইভার কবিরকে পাওয়া যাচ্ছে না। পরে শুনেন যে র‍্যাব কবিরকে গ্রেফতার করেছে। তিনি জেরার জবাবে বলেন যে, সে DB পরিচয় দিয়ে ঐ বাসায় বিনা ভাড়ায় থাকত বা ২৫ তারিখে সে ঘটনাস্থলে ছিল না বা ভিকটিমের জামাতার অনুরোধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন কথাটি সত্য নয়।

পি, ডব্লিউ-১৭, এ. এস. আই কাজী আরিফুল হক হচ্ছেন জব্দ তালিকার সাক্ষী। তিনি বলেন যে, ২৭/১২/২০১৩ইং তাং একই পদে একই স্থানে কর্মরত থাকাকালে মৃত ব্যক্তি জনাব আফতাব আহমেদ এর পরনের আলামত সাদা গ্রামীণ চেকের লুঙ্গি, মাটি কালারের ফুলহাতা শার্ট, তদন্তকারী কর্মকর্তা থানা কম্পাউন্ডে জব্দ তালিকা মূলে জব্দ করেন। জব্দ তালিকায় তিনি স্বাক্ষর করেন। সেই স্বাক্ষর প্রদর্শনী ৯/২ হিসেবে উপস্থাপন করেন। তিনি জেরার জবাবে বলেন যে, এ ধরনের কোন আলামত ২৭ তারিখে জব্দ করা হয়নি কথাটি সত্য নয়।

পি, ডব্লিউ-১৮, এস. আই. মোঃ আশিক ইকবাল হচ্ছেন তদন্তকারী কর্মকর্তা। ২৬/১২/২০১৩ ইং তারিখ মোঃ মনোয়ার আহমেদ সাগর এজাহার দায়ের করলে

মামলা রুজু হয়। এস.আই মঞ্জুরুল ইসলাম মামলার তদন্তভার প্রাপ্ত হয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। খসড়া মানচিত্র ও সূচীপত্র অংকন করেন। আলামত জব্দ করেন। মামলা রুজুর পূর্বে মৃত আফতাব আহম্মেদ এর লাশের সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। মঞ্জুরুল বদলী হওয়ায় তিনি অত্র মামলার তদন্তভার গ্রহণ করেন। কেস ডকেট পর্যালোচনা করেন। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পূর্ববর্তী কর্মকর্তার প্রস্তুতকৃত খসড়া মানচিত্র ও সূচীপত্র একই হওয়ায় নতুন করে প্রস্তুত করেন নাই। তিনি বাদীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। পূর্বের তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক রেকর্ডকৃত ২ জন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। বাকী সাক্ষীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ফৌজদারী কার্যবিধি ১৬১ ধারা মোতাবেক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন। তদন্তে প্রাপ্ত প্রধান সন্দেহভাজন মৃতের ড্রাইভার হুমায়ুন কবির মোল্লাকে গ্রেফতার করেন। তাকে জিজ্ঞাসা করে অপরাপর আসামীদের নাম ঠিকানা প্রকাশ করায় অভিযান পরিচালনা করে আসামী বিল্লাল হোসেন কিসলু, হাবিব হাওলাদার, মোঃ রাজু মুন্সী, সবুজ খান-দেরকে গ্রেফতার করেন। ১৪/০১/২০১৪ ইং তারিখ আদালত আসামীদের ৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করলে তাদেরকে র‍্যাব কার্যালয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। আসামীরা সাংবাদিক আফতাব আহমেদ হত্যার পরিকল্পনা ও হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত থাকার তথ্য দেয়। ১৬/০১/১৪ইং তাং আদালতে আসামী বিল্লাল ওরফে কিসলু ও হাবিব হাওলাদার স্বীকারোক্তি প্রদানের ইচ্ছা পোষন করায় তাদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করেন এবং জবানবন্দি গ্রহণের আবেদন করেন। আসামীর উক্ত তারিখে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেন। ১৯/০১/১৪ তারিখে আসামী হুমায়ুন কবির মোল্লা স্বীকারোক্তি প্রদানের ইচ্ছা পোষন করলে তাকে আদালতে প্রেরণ করে জবানবন্দি রেকর্ডের আবেদন করেন। ঐ তারিখে হুমায়ুন কবির স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেন। আসামী রাজু মুন্সী ও সবুজ খানকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আদালতে প্রেরণ

করেন। স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি পর্যালোচনা করেন। তাতে সকল আসামীর অংশগ্রহণ মূলক তথ্য রয়েছে। মামলাটি দন্ড বিধির ৩৯৬ ধারার সংশোধনের জন্য আদালতে আবেদন করেন। আসামীদের নাম ঠিকানা ও পিসি পিআর যাচাইয়ের জন্য অনুসন্ধান স্লিপ প্রেরণ করে রিপোর্ট প্রাপ্ত হন। বিল্লাল হোসেনের বিরুদ্ধে লাকসাম থানার মামলা নং-জি.আর-১৭/৬ ধারা ৩৯৫/৩৯৭/৪১২ দন্ডবিধির গ্রেফতারী পরোয়ানা তামিলের অপেক্ষায় আছে মর্মে জানতে পারেন। আসামী হুমায়ুন কবির, হাবিব হাওলাদার ও রাজু মুন্সী সাভার থানার মামলা নং-১০(১১)১১ এর চার্জশীট ভুক্ত আসামী যা দন্ডবিধির ৩০২/২০১/৩৪ ধারাধীন। তিনি বলেন যে, গোপনে ও প্রকাশ্যে তদন্ত করে ঘটনার সাথে আসামী হুমায়ুন কবির মোল্লা, বিল্লাল হোসেন কিসলু, হাবিব হাওলাদার, রাজু মুন্সী, সবুজ খান, রাসেল, মোঃ নিজামদের জড়িত থাকার প্রমাণ পান। আসামী নিজাম এর সঠিক নাম, ঠিকানা সংগ্রহ করতে না পারায় অভিযোগ পত্রে তার নাম দেয়া সম্ভব হয় নাই। সঠিক তদন্তে ও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে সত্য প্রমানিত হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিলের নিমিত্তে বিজ্ঞ মহানগর পি.পি. এবং র‍্যাব এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তার প্রতি সাক্ষ্যের স্মারক প্রেরণ করেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তদন্তের সাথে একমত পোষণ করায় আসামীদের বিরুদ্ধে রামপুরা থানার অভিযোগ পত্র নং-৭৭, তাং-২৫/৩/২০১৪, ধারা ৩৯৬ দন্ডবিধি দাখিল করেন। তিনি জেরার জবাবে বলেন যে, ০৪/০১/২০১৪ ইং তারিখে গ্রেফতারের পরে মারধর করায় বেহুশ ছিল ৫ দিন যাবৎ বা পরে জ্ঞান ফিরলে বিল্লাল হোসেন কিসলুকে ক্রস ফায়ারের ভয় দেখিয়ে ১৬৪ ধারার জবানবন্দি আদায় করা হয় বক্তব্য সত্য নয়। সঠিকভাবে তদন্ত করা হয় নাই বক্তব্যটিও সত্য নয়।

পি, ডব্লিউ-১৯, মোঃ মঞ্জুরুল ইসলাম প্রথম তদন্তকারী কর্মকর্তা। তিনি বলেন যে, ১৫/১২/২০১৩ইং তাং রামপুরা থানা এলাকার ১৩৭৪ নং সিসি মূলে মোবাইল-৫৫ ডিউটি করা কালে থানা থেকে সংবাদ পেয়ে ৬৩নং বাসা ওয়াপদা রোড, পশ্চিম রামপুরায় যান। তিনি জানতে পারেন কাজের মেয়ে নাছিমা পাশের ভাড়াটিয়াকে জানায় যে, তার বাড়ীর মালিক দরজা খুলছেনা, ভাড়াটিয়া বাসার পাশের জানালা দিয়ে উকি মেরে বাড়ীওয়ালাকে ফ্লোরে পরে থাকতে দেখেন। তখন তিনি সাক্ষীদের মোকাবেলায় ২৫/১২/১৩ তাং বেলা ১২.৩০ ঘটিকায় উক্ত বাসার তৃতীয় তলায় সাংবাদিক আফতাব আহমেদকে হাত-পা ও মুখ বাঁধা অবস্থায় দক্ষিণ শিয়রী চিৎ অবস্থায় পেয়ে সামসুল হক ও মোঃ আলীদ্বয়ের সনাক্ত মতে মৃত দেহ ওলটপালট করে দেখেন তার পরনে ছিল গ্রামীণ চেক লুঙ্গি। তিনি সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত করে সাক্ষীদের স্বাক্ষর গ্রহণ করেন। সেই সুরতহাল রিপোর্ট প্রদশর্নী-৩ হিসাবে এবং তাতে তার স্বাক্ষর প্রদশর্নী-৩/৩ আদালতে দাখিল করেন। সিআইডি ক্রাইম সিন বিভাগ কর্তৃক জব্দকৃত আলামত তার নিকট উপস্থাপন করলে তিনি জব্দ তালিকা প্রস্তুত করে সাক্ষীদের স্বাক্ষর গ্রহণ করেন তার সেই জব্দ তালিকা প্রদশর্নী-২ এবং তাতে তার স্বাক্ষর প্রদশর্নী-২/২ হিসাবে আদালতে দাখিল করেন। লাশ ময়না তদন্তের জন্য কনস্টেবল নূর মোহাম্মদ এর মাধ্যমে ঢাকা মেডিকেলে প্রেরণ করেন। ২৬/১২/২০১৩ তাং লাশ আত্মীয় স্বজনকে বুঝিয়ে দেন। তিনি আরো জানান যে, মৃত ব্যক্তির ছেলে থানায় মামলা দায়ের করেন। তার নামে হাওলা হলে তিনি তদন্ত ভার গ্রহণ করে ঘটনাস্থল পরিদর্শন পূর্বক খসড়া মানচিত্র ও সূচীপত্র প্রস্তুত করেন। খসড়া মানচিত্র প্রদশর্নী-১০ হিসেবে এবং তার স্বাক্ষর প্রদশর্নী-১০/১, সূচীপত্র প্রদশর্নী-১১ এবং তাতে স্বাক্ষর প্রদশর্নী-১১/১। সাক্ষীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। ঘটনাস্থল থেকে প্রাপ্ত একটা মোবাইল ফোনের কললিষ্ট সংগ্রহ করেন। ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত

২ টি জাতীয় পরিচয় পত্রের ঠিকানায় ইনকোয়ারী স্লিপ প্রেরণ করেন। ২ জন সাক্ষীর জবানবন্দি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারা মোতাবেক লিপিবদ্ধ করেন। অজ্ঞাতনামা আসামীদের গ্রেফতারের চেষ্টা করেন। ১৩/০১/২০১৪ তাং মামলার ডকেট র‍্যাব এর নিকট হস্তান্তর করেন। তিনি আরো বলেন যে, ২৭/১২/১৩ইং তাং সাদা গ্রামীণ চেক লুঙ্গি, মাটি কালারের গ্রামীণ চেক ফুল হাতা শার্ট কনষ্টেবল নূর মোহাম্মদের উপস্থাপন মতে সাক্ষীদের সামনে জব্দ তালিকা মূলে জব্দ করেন। সেই জব্দ তালিকা প্রদশর্নী-৯ হিসেবে এবং তার স্বাক্ষর প্রদশর্নী-৯/৩ হিসেবে আদালতে দাখিল করেন। তিনি জেরার জবাবে বলেন যে, সুরত হাল রিপোর্ট ঐ বাসার তৃতীয় তলায় বসে প্রস্তুত করা হয়েছে। তিনি বলেন যে, তার তদন্তে কাজের বুয়া নাসিমা ঘটনার সংগে জড়িত মর্মে প্রকাশ পায় কথাটি সত্য নয়। জবাবে তিনি আরও জানান সঠিকভাবে তদন্ত করা হয় নাই কথাটি সত্য নয়। সবুজ খান ঘটনার সময় তার চাচার কুলখানিতে দেশের বাড়ী পটুয়াখালীতে ছিল মর্মে তদন্তে জানতে পারেন বা ১৬৪ ধারায় যে সবুজের কথা বলা হয়েছে আসামী সবুজ সে সবুজ নয় কথাটি সত্য নয়।

পি, ডব্লিউ-২০, এস. এম. আশিকুর রহমান হচ্ছেন মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি বলেন যে, তিনি গত ১৯/০১/২০১৪ ইং তারিখ ঢাকা সি.এম.এম আদালতে মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন রামপুরা থানার মামলা নং-৩৩(১২)১৩ দন্ডবিধির ধারা ৩০২/৩৪ এর তদন্তকারী কর্মকর্তা সাব-ইন্সপেক্টর মোঃ আশিক ইকবাল এর আবেদন মতে আসামী মোঃ হুমায়ুন কবির মোল্লার স্বেচ্ছায় প্রদত্ত দোষ স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দি ফৌজদারী কার্যবিধি ১৬৪ ধারা মোতাবেক নির্ধারিত ফরমে লিপিবদ্ধ করেন। সেই জবানবন্দি মোট ৭ পাতা (১৩ পৃষ্ঠা) প্রদশর্নী-১২ এবং তাতে তার ১৪টি স্বাক্ষর প্রদশর্নী হিসেবে ১২/১-১৪ এবং আসামীর ৯টি স্বাক্ষর প্রদশর্নী-১২/১৫-২৩ এর পূর্বে ১৬/০১/১৪ ইং তারিখে একই তদন্তকারী

কর্মকর্তা কর্তৃক এই মামলার অপর আসামী মোঃ হাবিব হাওলাদার এর স্বেচ্ছায় প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি ফৌজদারী কার্যবিধি ১৬৪ ধারা মোতাবেক নির্ধারিত ফরমে লিপিবদ্ধ করেন। সেই জবানবন্দি ৫ পাতা প্রদশর্নী-১৩ এবং তাতে ১৫ টি স্বাক্ষর প্রদশর্নী-১৩/১-১৫ আদালতে দাখিল করেন। তিনি জেরার জবাবে বলেন যে, সি.আর.ও এবং সি.আর.পি.সির বিধান সঠিকভাবে প্রতিপালন করা হয় নাই বক্তব্যটি সত্য নয়। তড়িঘড়ি করে জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়েছে বক্তব্যটি সত্য নয়। তিনি আরও বলেন যে, তদন্তকারী এজেন্সীর চাহিদা মোতাবেক জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়েছে বক্তব্যটি সত্য নয়।

এই মামলাটিতে তিন জন আসামী ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার অধীনে দোষ স্বীকারক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছেন, যা বিচারের জন্য অতীব গূরুত্বপূর্ণ। আর এ কারণেই আলোচনা-পর্যালোচনা করার স্বার্থে নিম্মে জবানবন্দি সমূহ তুলে ধরা হলঃ

মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত কয়েদী মোঃ বিল্লাল হোসেন কিসলুর ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় প্রদত্ত জবানবন্দি হুবুহু তুলে ধরা হলঃ

‘‘আমার নাম বিল্লাল হোসেন কিসলু। গত ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে আসামী হুমায়ুনের ভাগ্নে রাজুর সাথে আমার পরিচয় হয় মেরাদিয়ায়। রাজুর মামা হুমায়ুন কবির সাংবাদিক সাহেবের ড্রাইভার। রাজুর মাধ্যমে হুমায়ুন কবিরের সাথে আমার পরিচয়। হুমায়ুন জানায় যে, তার মালিকের বাসায় অনেক টাকা পয়সা আছে। সে ডাকাতি করার কথা বলে। এ বিষয়ে ঘটনার ২/৩ দিন পূর্বে তালতলা মার্কেটে বসে আমি রাজু, রাসেল, হুমায়ুন কবির, সবুজ, নিজাম ও হাবিব মিটিং করি। আমরা পরের দিন সকালে ডাকাতি করতে যাবার কথা সিদ্ধান্ত নেই। কিন্তু হুমায়ুন কবির জানায় যে, বাসায় রাজমিস্ত্রী এসেছে। তখন তার পরের দিন যাবার সিদ্ধান্ত হয়।

হুমায়ুন কবির ফোন করে জানায় যে, সাংবাদিক সাহেবের মেয়ে জামাই এসেছে। সকালে যাওয়া হয় না। হুমায়ুন আমাদের ফোন করে জানায় সে যখন মিসকল দেবে তখন আমরা বাসা ভাড়ার কথা বলে ভেতরে ঢুকব। সাংবাদিক সাহেবের বাসার কাজের বুয়া এবং মেয়ে জামাই চলে গেলে সন্ধ্যা আনুমানিক ৬.০০ টার দিকে হুমায়ুন কবির আমাদের মিসকল দিলে আমরা সাংবাদিক সাহেবের বাসায় প্রবেশ করি। ঘরের ভেতর সাংবাদিক সাহেব ইজি চেয়ারে বসেছিলেন। রাসেল, রাজু, নিজাম, হাবিব এবং হুমায়ুন কবির ঘরের ভিতর প্রবেশ করে কথাবার্তা বলে তারা । আমি বারান্দায় ছিলাম। সবুজ ছিল গেটে। রাজু, রাসেল, নিজাম সাংবাদিক সাহেবকে শ্বাসরোধ করে একটা সাদা গামছা দিয়ে। হুমায়ুন এবং হাবিব সাংবাদিক সাহেবের পা চেপে ধরে। কবির আমাকে চাবি দেয় আলমারির। আমি আলমারির ড্রয়ার খুলে ৭২ হাজার টাকা নিই। নিয়ে বের হয়ে আসি। আমরা সবাই যে যার মতো টাকা নিয়ে বের হয়ে আসি। রাজু এবং হুমায়ুন সবার শেষে বের হয় সবাই আমরা বউ বাজার যাই। টাকা ভাগ করে নিই। আমাকে ৯ হাজার ৫০০ টাকা প্রদান করে। পরের দিন টি.ভি দেখে জানতে পারি যে সাংবাদিক সাহেব মারা গেছেন। এই আমার বক্তব্য।''

মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত কয়েদী মোঃ হুমায়ুন কবির মোল্লার ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় প্রদত্ত জবানবন্দি হুবুহু তুলে ধরা হলঃ

''আমি ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছি। এরপর ড্রাইভিং শিখে বাকেরগঞ্জ পৌরসভায় কিছু দিন গাড়ী চালাই। ২০০৯ সালে এলাকায় মারামারি মামলায় ৪ মাস হাজতে ছিলাম। জামিন পেয়ে ঐ বছরই ঢাকায় আসি। ঢাকায় এসে কিছুদিন ড্রাইভিং করি। এরপর আবার গ্রামে গিয়ে কৃষি কাজ করি। ২০১০ সালে ঢাকায় এসে এনাম মেডিক্যালের ডাঃ মিজানুর রহমান এর গাড়ীর ড্রাইভারের চাকুরী নেই। সেখানে চাকুরী করাকালে আমার ভাগ্নে রাজুর মাধ্যমে হাবিব এর সাথে পরিচয় হয়। আমরা

সাভারে একই মেসে থাকতাম। হাবিব ও রাজু গার্মেন্টস-এ চাকুরী করত। সেখানে রাজু, হাবিব ও কাজের বুয়া জেসমিনসহ মেসের আরো কয়েকজন মিলে পাশের মুদি দোকানদার আলা উদ্দিনকে জিম্মি করে হত্যার ঘটনায় রাজু ও হাবিব গ্রেফতার হলে আমি পালিয়ে বরিশাল চলে যাই। এরপর ২০১৩ সালের প্রথম দিকে আবার ঢাকায় আসি। ঢাকায় এসে অটোরিকশা ও পরে ট্যাক্সি-ক্যাব চালাই। এরপর আমার শ্বশুরবাড়ির এলাকার ওবায়দুলের মাধ্যমে সাংবাদিক মোঃ আফতাব আহমেদ এর গাড়ীর ড্রাইভারের চাকুরী নেই। চাকুরী নেওয়ার পর রামপুরার হাজীপাড়ায় এ্যাপেক্স শো-রুমের কাছে একটি মেসে থাকা আরম্ভ করি। আমার ভাগ্নে রাজু মেরাদিয়ায় থাকত। সাংবাদিকের কাছ থেকে আমি অগ্রিম ৩,০০০/- টাকা নেই। তখন দেখেছি তার কাছে অনেক টাকা আছে। মালিক একাই থাকে। টাকা-পয়সা একটা ড্রয়ারে রাখত। আমি রাজুকে এসব কথা বলি। রাজু তার পরিচিত কিসলু, রাসেল ও নিজামের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়। তারা বেশীর ভাগ টাকা আমাকে দিতে চেয়েছিল। ডিসেম্বরের ১৫/১৬ তারিখে (২০১৩ সাল) ডিউটি শেষে মেসে যাওয়ার পথে বৌ বাজার এলাকায় রাসেল, রাজু, নিজাম ও কিসলুদের সাথে মিলে সাংবাদিকের বাসায় ডাকাতির পরিকল্পনা করি। হাবিব হাওলাদার আমার পূর্ব পরিচিত। আমি হাবিবকে ফোন দিয়ে ঢাকায় আসতে বলি। এবং তাকে বলি তুই ঢাকায় আসলে তোকে ড্রাইভিং শেখাব। হাবিব ১৮ ডিসেম্বরের দিকে ঢাকায় আসে। হাবিব আমার সাথে মেসে থাকত। আমি তাকে ডাকাতির পরিকল্পনার কথা বলি। ডিসেম্বরের ১৯/২০ তারিখের দিকে রাসেল, নিজাম ও কিসলু বাসা ভাড়া নেওয়ার অজুহাতে সাংবাদিকের বাড়ি রেকী করে আসে। ২৪ ডিসেম্বর খিলগাঁও তালতলা মার্কেটের পেছনে আমরা ২৩ ডিসেম্বরে ডাকাতির পরিকল্পনা করি। সেদিন হাবিব মিরপুরে চলে যায়। ২৩ ডিসেম্বর সাংবাদিকের বাসায় কাঠমিস্ত্রী আসায় আমি মোবাইলে কিসলু ও রাসেলকে জানিয়ে

দেই যে, আজ ডাকাতি করা যাবে না। পরে পরিকল্পনা অনুযায়ী পরের দিন অর্থাৎ ২৪ ডিসেম্বর সকালে ডাকাতির প্রস্তুতি গ্রহণ করি। কিন্তু সকালে সাংবাদিকের মেয়ে জামাই বাসায় আসায় সকালে ডাকাতি করতে পারি নাই। হাবিব দুপুর বেলা মিরপুর থেকে রামপুরা আসে। দুপুরে খাওয়ার সময় তাকে সন্ধ্যার পরে ডাকাতির পরিকল্পনার কথা জানাই। পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি ঐদিন (২৪/১২/২০১৩ ইং তারিখ) বিকেল ৪.০০-৪.৩০ টার দিকে সাংবাদিকের বাসায় যাই। তখন সাংবাদিকের মেয়ের জামাই ছিল না কিন্তু কাজের বুয়া ছিল। সন্ধ্যার পরে কাজের বুয়া চলে গেলে আমি রাসেলকে ফোন দিয়ে বলি তুই এখন সাংবাদিককে ফোন দিয়ে বাসা ভাড়ার কথা বল তা না হলে আমাকে চলে যেতে বলবে। সে অনুযায়ী রাসেল সাংবাদিককে ফোন দিয়ে বলে আমরা বাসা ভাড়া নেব তাই এ্যাডভান্স দিতে এসেছি। সাংবাদিক আমাকে বলে তাদের উপরে নিয়ে আসতে। তখন আমি তাদেরকে নিয়ে তৃতীয় তলায় সাংবাদিকের বাসায় আসি। সে সময়ে কিসলু, রাসেল, রাজু, নিজাম ও হাবিব উপরে আসে এবং পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সবুজ বাসার নিচে থাকে। রাসেল ও কিসলু বিছানায় বসে। সাংবাদিক তখন চেয়ারে বসেছিল। প্রথমে বাসা ভাড়ার এ্যাডভান্স দেওয়ার অজুহাতে কিসলু ও রাসেল কথা বলার এক ফাঁকে সাংবাদিককে চেপে ধরে। আমি ও হাবিব সাংবাদিকের পা চেপে ধরি। রাসেল ও নিজাম সাংবাদিকের গলায় সাদা তোয়ালে দিয়ে ফাঁস লাগায়। রাজু চাদর দিয়ে হাত বাঁধে। হাবিব আর আমি গামছা দিয়ে সাংবাদিকের পা বাঁধি। আমি কিসলুকে চাবি দিলে সে সাংবাদিকের বিছানার পাশে থাকা ড্রয়ারের ভিতর থেকে ৭২,০০০/- টাকা নেয়। রাসেল সাদা গেঞ্জি দিয়ে সাংবাদিকের মুখ বেঁধে দেয়। আমি এদিক ওদিক খোঁজাখুজি করি। কিন্তু তেমন কিছু পাই না। সাংবাদিকের ডায়েরী থেকে আমার কাগজপত্র নিয়ে নিই। রাসেল আর আমি সাংবাদিককে ধরে নিচে নামিয়ে রাখি। রাসেল সাংবাদিকের

গায়ের নিচে একটা মানিব্যাগ রাখে যাতে কবির একজনের ভোটার আইডি কার্ড ছিল, যাতে মনে হয় যে, অন্য কেউ কাজটা করেছে। পরে দেখি সাংবাদিক নড়াচড়া করতেছে না। পরে আমরা বৌ বাজারে গিয়ে টাকা ভাগাভাগি করি। আমি ১০,০০০/- টাকা পাই। পরে র‍্যাব আমাকে গ্রেফতার করে। এই আমার জবানবন্দি।''

মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত কয়েদী মোঃ হাবিব হাওলাদার ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় প্রদত্ত জবানবন্দি হুবুহু তুলে ধরা হলঃ

''আমাদের পাশের গ্রামের রাজু আমার পূর্ব পরিচিত। সে এবং তার মামা হুমায়ুন কবির ঢাকায় থাকত। হুমায়ুন কবিরের সাথে রাজুর মাধ্যমে আমার পরিচয় হয় । আমরা ২০১০ সালের দিকে সাভারে এক মেসে থাকতাম। তখন এক মামলায় থানা পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হয়ে আমি জেল হাজতে ছিলাম। জেল থেকে বের হয়ে আমি গ্রামের বাড়ি চলে যাই। গত ডিসেম্বরের ১৫/১৬ তারিখের দিকে রাজু আমাকে ঢাকায় আসতে বলে। আর বলে আমরা একটা ডাকাতি করব। এরপর হুমায়ুন কবির ও কিসলু নামের একজন আমাকে ফোন দেয়। আমি সেদিন আসি নাই। পরে ১৮/১২/২০১৩ ইং তারিখে পুনরায় হুমায়ুন আমাকে ফোন দিলে আমি তাকে বলি তুমি যদি আমাকে ড্রাইভিং শেখাও তাহলে আমি ঢাকায় আসব। হুমায়ুন কবির আমাকে বলে তুই ঢাকায় আয় আমি তোকে ড্রাইভিং শিখিয়ে দেব। আমি বাড়ি থেকে ৫০০০/- টাকা নিয়ে ঢাকায় আসি। ঢাকায় এসে হুমায়ুন কবিরের কথা মত রামপুরায় এ্যাপেক্স শো-রুমের পাশে হুমায়ুন কবীরের মেসে থাকি। সেখানে কিসলু, রাজু, রাসেল ও নিজামদের সাথে আমার দেখা ও কথা হয়। হুমায়ুন কবীর আমাকে বলে যে, সে যার গাড়ী চালায় তার বাড়িতে ডাকাতি করবে। ২১/১২/২০১৩ ইং তারিখে আমি রামপুরায় চলে যাই। পরে ২৪/১২/২০১৩ ইং তারিখে হুমায়ুন কবির মোবাইল ফোনে আমাকে ডাকলে আমি রামপুরায় আসি। দুপুরে খাওয়ার সময় আমাকে

রামপুরার বৌ বাজারে ডেকে হুমায়ুন কবির, রাজু, রাসেল, কিসলু ও নিজাম জানায় যে, আমরা আজকে সকলে মিলে রামপুরায় হুমায়ুন কবিরের মালিক সাংবাদিকের বাসায় ডাকাতি করব। কথা মত হুমায়ুন কবির বিকাল ৪.০০ টার দিকে সাংবাদিকের বাসায় যায়। সন্ধ্যার পরে কিসলু, রাজু, নিজাম, সবুজ ও আমি রামপুরা বৌ বাজারে একত্রিত হই। হুমায়ুন কবির কিসলুকে ফোন দিয়ে জানায় সাংবাদিকের বাসার কাজের বুয়া চলে গেছে। তখন আমরা সকলে মিলে সাংবাদিকের বাসার কাছে যাই। তারপর রাসেল সাংবাদিককে ফোন দিয়ে বলে যে, আমরা আপনার বাসা ভাড়া নিতে চাই। সাংবাদিক আমাদেরকে উপরে নেওয়ার জন্য হুমায়ুন কবিরকে পাঠায়। হুমায়ুন কবির আমাদের সকলকে সাথে নিয়ে উক্ত বাসার তিন তলায় নিয়ে যায়। তখন সাংবাদিক চেয়ারে বসা ছিল । সাংবাদিক আমাদের বসতে বলে। রাসেল ও কিসলু বাসা ভাড়া নিয়ে সাংবাদিকের সাথে কথা বলার এক পর্যায়ে চেয়ারে বসে থাকা অবস্থায় সাংবাদিকের মুখ চেপে ধরে। কিসলু মুখ চেপে ধরে থাকে, রাসেল ও নিজাম সাদা তোয়ালে দিয়ে সাংবাদিকের গলায় ফাঁস লাগায়। রাজু সাংবাদিকের গাঁয়ে থাকা চাদর দিয়ে দুই হাত বেঁধে ফেলে । আমি সাংবাদিকের পা ধরে থাকি আর হুমায়ুন কবির গামছা দিয়ে পা বাঁধে। রাসেল ও নিজাম গেঞ্জি দিয়ে মুখ বাঁধে। সে সময় হুমায়ুন কবির কিসলুকে চাবি দিলে কিসলু বিছানার পাশে থাকা ড্রয়ার খুলে ৭২,০০০/- টাকা নেয় এবং এদিক-ওদিক মালপত্র খোঁজাখুজি করে। এক পর্যায়ে দেখি সাংবাদিক আর নড়াচড়া করছে না। এরপর আমরা সকলে মিলে দ্রুত গতিতে ঐ বাসা ছেড়ে রামপুরা বৌ বাজারে আসি। বৌ বাজারে আসার পরে হুমায়ুন কবির আমাকে ২,০০০/- টাকা দিয়ে বাড়ি চলে যেতে বলে। আমি আরও টাকা চাইলে বলে তোর টাকা বিকাশের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেব। পরের দিন আমি ঢাকা ছেড়ে গ্রামের বাড়ি পটুয়াখালীতে চলে যাই। সেখান থেকে র‍্যাব আমাকে ধরে। এই আমার জবানবন্দি। ”

জব্দ তালিকা ও আলামতসমূহঃ

এই মামলাটিতে যে সকল আলামত উদ্ধার হয়েছে এবং জব্দ তালিকা তৈরী করা হয়েছে তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তিনজন আসামীর প্রদত্ত জবানবন্দি সমূহের সত্যতা, নির্ভরযোগ্যতা, গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ মেলে উদ্ধারকৃত আলামত এবং প্রস্তুতকৃত জব্দ তালিকা থেকে।

বিচারিক আদালতে প্রদশর্নী-২ হিসেবে যে জব্দ তালিকা উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে নিম্ন বর্ণিত আলামত সমূহের কথা বিবৃত হয়েছেঃ

(i) সাদা ফুল হাতা গেঞ্জি ০১ (এক) টি

(ii) সাদা তোয়ালে ০১ (এক) টি

(iii) ঘি রংয়ের চাঁদর/ শাল ০১(এক)টি

(iv) গ্রামীন চেক গামছা ০১ (এক) টি

(v) কালো রংয়ের টর্চলাইট ০১(এক) টি

(vi) মানিব্যাগ ০১(এক) টি যার ভিতরে রক্ষিত ২(দুই)টি জাতীয় পরিচয় পত্র যার নম্বর ৩৩৫৩০৯৮২৩৭৪৬০ এবং ০৪১০৯২৩৪৩৫৫০

(vii) মোবাইল ফোন ০১(এক)টি যার গায়ে PEL মডেল নং E398 ব্যবহৃত মোবাইল সীম নং-০১৯৮৮০১৯৪৫৯

(viii) স্ক্রু ড্রাইভার ০১(এক) টি

(ix) মৃত ভিকটিম আফতাব আহম্মদের (৭৯) গালের জখম হইতে নমুনা স্বরূপ কটন বাটে রক্ষিত রক্ত।

প্রদশর্নী-৯ হিসেবে যে জব্দ তালিকা চিহ্নিত হয়েছে তার জব্দকৃত আলামতসমূহ নিম্নরূপঃ

(i) সাদা গ্রামীন চেক লুঙ্গী ০১(এক) টি

(ii) মাটি কালারের সাদা গ্রামীন চেক গরমের ফুল হাতা শার্ট।

মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত মোঃ হুমায়ুন কবির মোল্লা প্রসঙ্গেঃ

গৃহ পরিচারিকা, পি,ডব্লিউ-২, মোছাঃ নাছিমা বেগম ২৪.১২.২০১৩ ইং তারিখ সন্ধ্যা ৬.৩০ ঘটিকায় দেখেন যে, ড্রাইভার কবির ও একজন রাজমিস্ত্রী সাংবাদিক আফতাব সাহেবের সঙ্গে কথা বলছিলেন। পরের দিন সাংবাদিক সাহেবকে মৃত অবস্থায় দেখে ড্রাইভার কবিরের ফোন নাম্বারে ফোন দিলে তার ফোন বন্ধ পান। ঘটনার পর পর পি,ডব্লিউ-৬, এ,এস,এম,জি ফারুক তার সাক্ষ্যে জ্ঞাপন করেন যে, তিনি নিজেও ড্রাইভার কবিরকে ফোন করেছিলেন কিন্তু ড্রাইভার হুমায়ুন কবিরের ফোন বন্ধ ছিল। পি,ডব্লিউ-১০ লিপি আক্তার টাকার বিনিময়ে আসামী হুমায়ুন কবিরকে খাওয়াতেন। ২৪ তারিখে দুপুরেও হুমায়ুন কবির খাওয়া-দাওয়া করে। সন্ধ্যায় কবির লিপি আক্তারের নিকট থেকে তার বাসার চাবি নেয়। লিপি আক্তার রাত ৯.০০ টায় বাসায় এসে দেখেন যে, কবির তার ব্যাগ নিয়ে চলে গেছে। তিনি ভাবেন যে, টাকা দেয়ার ভয়ে কবির পালিয়েছে। পরের দিন তিনি টেলিভিশনের খবরে দেখেন যে, কবির তার মালিককে মেরে ফেলেছে।

গৃহ পরিচারিকা নাসিমা কর্তৃক ঘটনার পূর্বে সাংবাদিক আফতাব সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে দেখেন অথচ পরের দিন তাকে আর ফোন করে পাওয়া যায় না। তার এই পলায়ন এবং নিজেকে গোপন করে রাখার কার্যক্রম প্রমাণ করে যে, আফতাব সাহেবের ড্রাইভার মোঃ হুমায়ুন কবির মোল্লার নেতৃত্বেই হত্যাকান্ডটি সংঘটিত হয়েছে। মোঃ হুমায়ুন কবির মোল্লা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিগত ১৯.০১.২০১৪ ইং তারিখে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার অধীনে স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে, বিনা প্ররোচনায়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেন। তিনি তার জবানবন্দিতে জ্ঞাপন করেন যে, সাংবাদিকের কাছ থেকে তিনি অগ্রিম ৩,০০০/-

টাকা নেন। তখন দেখেছেন তার কাছে অনেক টাকা আছে। মালিক একাই থাকে। টাকা-পয়সা একটা ড্রয়ারে রাখত। তার জবানবন্দি থেকে দেখা যায় যে, ডিসেম্বরের ১৫/১৬ তারিখে (২০১৩ সাল) ডিউটি শেষে মেসে যাওয়ার পথে বৌ বাজার এলাকায় রাসেল, রাজু, নিজাম ও কিসলুদের সাথে মিলে সাংবাদিকের বাসায় ডাকাতির পরিকল্পনা করেছিল। ডিসেম্বরের ১৯/২০ তারিখের দিকে রাসেল, নিজাম ও কিসলু বাসা ভাড়া নেওয়ার অজুহাতে সাংবাদিকের বাড়ি রেকী করে আসে। ২৩ ডিসেম্বরে আবারো ডাকাতির পরিকল্পনা করার বৈঠক করে। পরে পরিকল্পনা অনুযায়ী পরের দিন অর্থাৎ ২৪ ডিসেম্বর সকালে ডাকাতির প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ভাড়ার অগ্রিম দেওয়ার অজুহাতে কিসলু ও রাসেল কথা বলার এক ফাঁকে সাংবাদিককে চেপে ধরে। হুমায়ূন কবির স্পষ্টভাবে জ্ঞাপন করেন যে, সে এবং হাবিব সাংবাদিকের পা চেপে ধরে। রাসেল ও নিজাম সাংবাদিকের গলায় সাদা তোয়ালে দিয়ে ফাঁস লাগায়। রাজু চাদর দিয়ে হাত বাঁধে। হাবিব আর সে গামছা দিয়ে সাংবাদিকের পা বাঁধে। সে কিসলুকে চাবি দিলে সে সাংবাদিকের বিছানার পাশে থাকা ড্রয়ারের ভিতর থেকে ৭২,০০০/- টাকা নেয় এবং পরে তারা বৌ বাজারে গিয়ে টাকা ভাগাভাগি করে। সে ১০,০০০/- টাকা পায়।

তৎকালীন মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব এস, এম, আশিকুর রহমান পি-ডব্লিউ-২০ হিসেবে বিচারিক ট্রাইব্যুনালে আসামী মোঃ হুমায়ুন কবির মোল্লার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিটি প্রদশর্নী-১২ হিসেবে দাখিল করেন। আসামী পক্ষ কর্তৃক ম্যাজিষ্ট্রেটকে জেরা করা হয়। তবে জেরায় এমন কোন বক্তব্য আসেনি যে, স্বীকারক্তিমূলক জবানবন্দিটি জোরপূর্বক বা ভয়ভীতি প্রদর্শন করে আদায় করা হয়েছে।

হুমায়ূন কবির মোল্লাকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষা কালীন সময়ে তিনি ১৬৪ ধারায় প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিকে অস্বীকার করেন নাই। তিনি সাফাই স্বাক্ষী পরীক্ষা করবেন না মর্মে বিচারিক আদালতকে জ্ঞাপন করেন।

হুমায়ূন কবির তার জবানবন্দিতে যে গামছা দিয়ে সাংবাদিকের পা বেঁধেছিলেন মর্মে বর্ণনা করেছেন তা সুরতহাল প্রতিবেদনেও দৃষ্টি গোচর হয়। সুরতহাল প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, সাংবাদিকের পায়ের গোড়ালী গামছা দ্বারা বাঁধা ছিল।

বিল্লাল হোসেন কিসলু তার ১৬৪ ধারার অধীনে প্রদত্ত জবানবন্দিতে বলেন যে, ‘‘হুমায়ুন জানায় যে, তার মালিকের বাসায় অনেক টাকা পয়সা আছে। সে ডাকাতি করার কথা বলে। এ বিষয়ে ঘটনার ২/৩ দিন পূর্বে তালতলা মার্কেটে বসে সে রাজু, রাসেল, হুমায়ুন কবির, সবুজ, নিজাম ও হাবিব মিটিং করে। হুমায়ুন এবং হাবিব সাংবাদিক সাহেবের পা চেপে ধরে।’’

মোঃ হাবিব হাওলাদারও তার জবানবন্দিতে বলেন যে, হুমায়ুন কবীর তাকে বলে যে, সে যার গাড়ী চালায় তার বাড়িতে ডাকাতি করবে। হুমায়ুন কবির সকলকে সাথে নিয়ে উক্ত বাসার তিন তলায় নিয়ে যায়। তখন সাংবাদিক চেয়ারে বসা ছিল । সাংবাদিক তাদের বসতে বলে। রাসেল ও কিসলু বাসা ভাড়া নিয়ে সাংবাদিকের সাথে কথা বলার এক পর্যায়ে চেয়ারে বসে থাকা অবস্থায় সাংবাদিকের মুখ চেপে ধরে। কিসলু মুখ চেপে ধরে থাকে, রাসেল ও নিজাম সাদা তোয়ালে দিয়ে সাংবাদিকের গলায় ফাঁস লাগায়। রাজু সাংবাদিকের গায়ে থাকা চাদর দিয়ে দুই হাত বেঁধে ফেলে । সে সাংবাদিকের পা ধরে থাকে আর হুমায়ুন কবির গামছা দিয়ে পা বাঁধে। সে সময় হুমায়ুন কবির কিসলুকে চাবি দিলে কিসলু বিছানার পাশে থাকা ড্রয়ার খুলে

৭২,০০০/- টাকা নেয়। বৌ বাজারে আসার পরে হুমায়ুন কবীর তাকে ২,০০০/- টাকা দিয়ে বাড়ি চলে যেতে বলে।

মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত কয়েদি মোঃ বিল্লাল হোসেন কিসলু প্রসঙ্গেঃ

নিহত আফতাব আহমেদের ড্রাইভার ছিল হুমায়ুন কবির। হুমায়ুন কবিরের ভাগ্নে রাজু তাকে বিল্লাল হোসেন কিসলুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। ঘটনার দুই তিন দিন পূর্বে রাজু, রাসেল, হুমায়ুন কবির, সবুজ, নিজাম ও হাবিব তাল তলা মার্কেটে ডাকাতি করার পরিকল্পনা সংক্রান্ত মিটিং করে। পরিকল্পনা অনুসারে বিল্লাল হোসেন কিসলুসহ অন্যান্যরা সাংবাদিক সাহেবের বাসায় ডাকাতি করার জন্য যায়। ডাকাতির সময় হুমায়ুন কবির মোল্লা, বিল্লাল হোসেন কিসলুর হাতে আলমারির চাবি দেয়। কিসলু আলমারির ড্রয়ার খুলে ৭২,০০০/- টাকা নেয়। পরবর্তীতে ডাকাতি ও হত্যাকান্ড শেষে বউ বাজারে গিয়ে উক্ত টাকা ভাগাভাগি করে। সে ৯,৫০০/- টাকা পেয়েছিল। এই সকল বিষয়ে বিল্লাল হোসেন কিসলু মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব মোঃ হাসিবুল হক এর নিকট ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেন। স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ডকারী ম্যাজিষ্ট্রেট পি.ডব্লিউ-১৪ হিসেবে বিচারিক আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করেন। উক্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদর্শনী নং-৬ সিরিজ হিসেবে বিচারিক আদালতে দাখিল করেন। বিল্লাল হোসেন কিসলুর প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি মোঃ হুমায়ুন কবির মোল্লা এবং মোঃ হাবিব হাওলাদার কর্তৃক প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দ্বারা প্রতিপাদিত (corroborated), সমর্থিত হয়েছে। হুমায়ুন কবির মোল্লা তার ১৬৪ ধারার অধীনে প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে বিল্লাল হোসেন কিসলুর সম্পৃক্ততা তুলে ধরেন। বউ বাজারে ডাকাতির পরিকল্পনা সংক্রান্ত যে মিটিং হয়েছিল, তাতে রাসেল, রাজু, নিজামের সঙ্গে কিসলুও ছিল মর্মে হুমায়ুন কবির মোল্লা

ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট জবানবন্দি প্রদান করেন। হুমায়ুন কবির মোল্লার জবানবন্দিতে প্রকাশিত হয় যে, রাসেল, নিজাম ও কিসলু ডিসেম্বরের ১৯/২০ তারিখের দিকে বাসা ভাড়া নেওয়ার অজুহাতে সাংবাদিকের বাড়ি রেকী করে। বাসা ভাড়ার অগ্রিম দেওয়ার অজুহাতে কিসলু ও রাসেল কথা বলার এক ফাঁকে সাংবাদিককে চেপে ধরে। হুমায়ুন কবির কিসলুকে চাবি দিলে সে সাংবাদিকের বিছানার পাশে থাকা ড্রয়ারের ভিতর থেকে ৭২,০০০/- টাকা নেয়।

দন্ডপ্রাপ্ত কয়েদি মোঃ হাবিব হাওলাদার কর্তৃক প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি থেকেও ডাকাতিসহ খুনের ঘটনায় হুমায়ুন কবির কিসলুর সম্পৃক্ততা প্রকাশ পায়। ডাকাতির পরিকল্পনা করার সময় হুমায়ুন কবির ও কিসলু তাকে ফোন দেয়। তার জবানবন্দি থেকে প্রকাশিত হয় যে, বাসা ভাড়া নেয়ার অজুহাতে সাংবাদিকের সাথে কথা বলার এক পর্যায়ে কিসলু মুখ চেপে ধরে রাখে। সে আরো জানায়, হুমায়ুন কবির কিসলুকে চাবি দিলে বিছনার পাশে থাকা ড্রয়ার খুলে কিসলু ৭২,০০০/- টাকা নেয়।

মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিল্লাল হোসেন কিসলু, হাবিব হাওলাদার এবং হুমায়ুন কবির মোল্লার প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি স্বেচ্ছা প্রণোদিত, স্বতঃস্ফূর্ত ও সম্পূর্ণ সত্য বলে জবানবন্দি রেকর্ডকারী ম্যাজিষ্ট্রেটগণ, বিচারিক আদালতে সাক্ষ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন।

আলোচ্য ডাকাতি সহ হত্যাকান্ডের মামলার পূর্বেও মোঃ বিল্লাল হোসেন কিসলুর অপরাধের সঙ্গে সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়। তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিলকৃত অভিযোগপত্রে (চার্জশিট) এর বিল্লাল হোসেন কিসলুর পূর্ব ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তার বিরুদ্ধে জি আর -১৭/০৬ (লাকসাম) দন্ডবিধির ৩৯৫/৩৯৭/৪১২ ধারার মামলা বিচারাধীন ছিল।

বিল্লাল হোসেন কিসলু ১৯/০১/২০১৪ ইং তারিখে ম্যাজিষ্ট্রেট এস.এম আশিকুর রহমানের আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছিলেন। পরবর্তীতে বিগত ২৭.০৪.২০১৪ ইং তারিখে উক্ত জবানবন্দি প্রত্যাহারের আবেদন করেছিলেন। জবানবন্দি প্রদানের দীর্ঘ ৩ মাস ১১ দিন পর এইরূপ প্রত্যাহারের দরখাস্ত আসামীর পরবর্তীতে চিন্তা-ভাবনার ফসল বলে বিচারিক ট্রাইব্যুনাল অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বিচারিক ট্রাইব্যুনাল ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় তাকে পরীক্ষাকালীন সময়ে কোন সাফাই স্বাক্ষী দিয়ে জবানবন্দি প্রত্যাহার সংক্রান্ত দরখাস্তের বিষয়ে কোন সাফাই স্বাক্ষী প্রদান করেন নাই। ফলে বিচারিক ট্রাইব্যুনাল স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দি প্রত্যাহারের দরখাস্ত বিবেচনা করার কোন সুযোগ নাই মর্মে জ্ঞাপন করেছেন।

স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রত্যাহারের আবেদন সত্বেও স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির উপর ভিত্তি করে দন্ড ও শাস্তি আরোপ করা যায় মর্মে ইতিপূর্বে বহু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ৫৫ ডি.এল.আর (২০০৩) পৃষ্ঠা-১৩৭ এ প্রকাশিত **জাকির হোসাইন বনাম রাষ্ট্র মামলায়** হাইকোর্ট বিভাগ সিদ্ধান্ত দিয়েছিল যে, "Conviction can be based on the sole confession of the accused although retracted subsequently if it is found to be true and voluntary. "

৪২ ডি.এল.আর (১৯৯০) পৃষ্ঠা-১৭৭ এ প্রকাশিত **হযরত আলী বনাম রাষ্ট্র মামলায়** আদালত একই রুপ সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন,"Conviction can be based solely on confession, if found true and voluntary, though retracted subsequently."

বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট এস.এম আশিকুর রহমান মোঃ হাবিব হাওলাদারের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করার পরে বিবৃত করেন যে,‘‘আসামী র‍্যাব হেফাজতে রিমান্ডে থাকাকালে কোন ধরনের শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ করেন নাই। তার অভিব্যক্তি এবং বাচনভঙ্গি দেখে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি বিবেকের তাড়নায় সত্য স্বীকৃতি এবং স্ব প্রনোদিত হয়ে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেন। ’’

মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত কয়েদি মোঃ হাবিব হাওলাদার প্রসঙ্গেঃ

ইতিপূর্বেও বিবৃত হয়েছে যে, মোঃ হাবিব হাওলাদার ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার অধীনে যে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেন তৎসম্পর্কে বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট বিচারিক আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করে বলেন যে, আসামী হাবিব হাওলাদারের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিটি স্বেচ্ছায় প্রদত্ত হয়েছিল। উক্ত জবানবন্দিটি তিনি বিচারিক আদালতে প্রদর্শনী নং-১৩ হিসেবে দাখিল করেন। জেরায় তিনি সাক্ষ্য দেন যে, জবানবন্দি রেকর্ডে প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান প্রতিপালন করেছেন। তড়িঘড়ি করে জবানবন্দি রেকর্ড করেননি।

মোঃ হাবিব হাওলাদার কর্তৃক প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি থেকে দেখা যায় যে, ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে তিনি ঢাকায় এসেছিলেন। বউ বাজারে তিনি পরিকল্পনা করার জন্য অন্যান্যদের সাথে মিটিং করেছেন। হত্যাকান্ড সংঘটনকালে তিনি সাংবাদিকের পা ধরে রেখেছিলেন। ডাকাতির পরে মোঃ হুমায়ুন কবির তাকে বউ বাজারে আসার পর ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা দিয়েছিল। বাকি টাকা বিকাশের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেবে মর্মে মোঃ হুমায়ুন কবির তাকে আশ্বাস দিয়েছিল।

হাবিব হাওলাদারকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষাকালীন সময়ে সকল স্বাক্ষীদের বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়। এমনকি

ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় প্রদত্ত তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি সম্পর্কে এবং জবানবন্দি সম্পর্কে পি.উব্লিউ-২০ এস.এম আশিকুর রহমান বক্তব্যের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। ঐ সময় তিনি তার প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিকে অস্বীকার করেন নাই। এমনকি উক্ত বক্তব্য প্রত্যাহার করেন নাই। তাছাড়া সাফাই স্বাক্ষী পরীক্ষা করবেন না মর্মে জ্ঞাপন করেছিলেন।

মোঃ হাবিব হাওলাদারের প্রদত্ত জবানবন্দি বিল্লাল হোসেন কর্তৃক প্রদত্ত জবানবন্দির মাধ্যমে প্রতিপাদিত ও সমর্থিত হয়েছে। বিল্লাল হোসেন কিসলু তার জবানবন্দিতে বলেছেন যে, ঘটনার ২/৩ দিন পূর্বে তালতলা মার্কেটে বসে সে রাজু, রাসেল, হুমায়ুন কবির, সবুজ, নিজাম ও হাবিব মিটিং করে এবং ডাকাতি করতে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়।

মোঃ হুমায়ুন কবির মোল্লা কর্তৃক প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে ও মোঃ হাবিব হাওলাদারের জবানবন্দির সুর অনুরণিত হয়েছে মোঃ হুমায়ুন কবির তার জবানবন্দিতে বলেন যে, সে ও হাবিব সাংবাদিকের পা চেপে ধরে। নিজাম সাংবাদিকের গলায় সাদা তোয়ালে দিয়ে ফাঁস লাগায়। রাজু চাঁদর দিয়ে হাত বাঁধে। হাবিব আর সে গামছা দিয়ে সাংবাদিকের পা বাঁধে।

মোঃ হাবিব হাওলাদারের প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ইতিপূর্বে পুলিশ কর্তৃক প্রেফতার হয়ে অন্য এক মামলায় জেল হাজতে ছিলেন। পি.ডব্লিউ-১৮ সাব-ইন্সপেক্টর মোঃ আশিক ইকবালের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, হাবিব হাওলাদার সাভার থানার মামলা নং -১০(১১)১১ মামলার চার্জশীট ভুক্ত আসামী। যার ধারা ৩০২/২০১/৩৪ দন্ডবিধি।

মোঃ হুমায়ুন কবির মোল্লা, মোঃ বিল্লাল হোসেন কিসলু, মোঃ হাবিব হাওলাদার ফৌজদারী কার্যবিধি ১৬৪ ধারার অধীনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, বিনা

প্ররোচনায়, নির্ভয়ে, অকপটে প্রবীণ সাংবাদিক আফতাব উদ্দিন আহমেদকে নির্মম ভাবে হত্যা করার কথা স্বীকার করেছেন। হত্যাসহ ডাকাতি করার পূর্বে তারা পরিকল্পনা করেছিলেন, বাড়ী রেকী করেছিলেন। যেহেতু অন্যান্য সাক্ষ্য দিয়ে তাদের প্রদত্ত জবানবন্দিসমূহ সমর্থিত হয়েছে ফলে তাদেরকে দন্ডবিধি ৩৯৬ ধারায় দন্ডিত করা এবং মৃত্যুদন্ডের সাজা প্রদান করা যথার্থ হয়েছে। স্বীকারক্তিমূলক জবানবন্দি যদি স্বেচ্ছায়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে, অকপটে, বিনা প্ররোচনায়, ভয়ভীতি প্রদান না করে প্রদত্ত হয়ে থাকে, তবে সেক্ষেত্রে শাস্তি প্রদান করা যায় মর্মে ইতিপূর্বে আপীল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক বহু মামলায় সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে। ৭৫ ডি.এল.আর(আপীল বিভাগ)(২০২৩) পৃষ্ঠা-৮ এ প্রকাশিত **ড.মিয়া মোঃ মহিউদ্দিন এবং অন্যান্য বনাম রাষ্ট্র মামলায়** আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত এই বিষয়ে প্রনিধানযোগ্য। আপীল বিভাগ সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে, Confession possesses a high probative force because it emanates directly from the person committing the offence, and on that count, it is a valuable piece of evidence. It is a settled principle of law that the convivction can be awarded solely on the basis of confessionsal statements of the accused if the same is found to be made voluntarily.

মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত পলাতক আসামী রাজু মুন্সী প্রসঙ্গেঃ

রাজু মুন্সী ড্রাইভার হুমায়ুন কবির মোল্লার ভাগ্নে। রাজু মুন্সী ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত মিটিং গুলোতে উপস্থিত থেকে পরিকল্পনা করেন। মোঃ হুমায়ুন কবির মোল্লা, বিল্লাল হোসেন কিসলু এবং হাবিব হাওলাদার তাদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত

স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে রাজু মুন্সীর সম্পৃক্ততার কথা সুনির্দিষ্টভাবে বিবৃত করেন।

মোঃ হুমায়ুন কবির মোল্লা তার জবানবন্দিতে জ্ঞাপন করেন যে, হাবিব ও রাজু গার্মেন্টসে চাকুরী করত। সেখানে রাজু, হাবিব ও কাজের বুয়া জেসমিনসহ মেসের আরো কয়েকজন মিলে পাশের মুদি দোকানদার আলা উদ্দিনকে জিম্মি করে হত্যার ঘটনায় রাজু ও হাবিব গ্রেফতার হয়। সাংবাদিককে হত্যার উদ্দেশ্যে রাজু চাঁদর দিয়ে হাত বাঁধে।

বিল্লাল হোসেন কিসলু এর ১৬৪ ধারার জবানবন্দিতে রাজু মুন্সী সম্পর্কে বলেন যে, ঘটনার ২/৩ দিন পূর্বে তালতলা মার্কেটে বসে সে, রাজু, রাসেল, হুমায়ুন কবির, সবুজ, নিজাম ও হাবিব মিটিং করে এবং পরের দিন সকালে ডাকাতি করতে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী রাসেল, রাজু, নিজাম, হাবিব এবং হুমায়ুন কবির ঘরের ভিতর প্রবেশ করে। রাজু, রাসেল,নিজাম সাংবাদিক সাহেবকে শ্বাসরোধ করে একটা সাদা গামছা দিয়ে। রাজু সাংবাদিকের গায়ে থাকা চাঁদর দিয়ে দুই হাত বেধে ফেলে।

একইভাবে হাবিব হাওলাদার তার জবানবন্দিতে প্রকাশ করেন যে, রাজু চাঁদর দিয়ে সাংবাদিকদের দুহাত বেঁধে ফেলে। সুরতহাল প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, সাংবাদিকের দুই হাত পেটের উপর ঘি রংয়ের শাল দ্বারা বাঁধা অবস্থায় ছিল। উক্ত ঘি রংয়ের চাঁদর/শালটি আলামত হিসেবে জব্দ করা হয়েছে এবং প্রদর্শনী-২ হিসেবে প্রদর্শিত হয়েছে।

পি.ডব্লিউ-১৮ সাব-ইন্সপেক্টর মোঃ আশিক ইকবাল সাক্ষ্য দিয়ে বলেন যে, রাজু মুন্সী সাভার থানার মামলা নং- ১১(১১)১১ এর চার্জশীট ভুক্ত আসামী। উক্ত মামলাটি দন্ডবিধির ৩০২/২০১/৩৪ ধারার অধীনে দায়েরকৃত ।

মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত পলাতক মোঃ রাসেল প্রসঙ্গেঃ

মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত কয়েদী মোঃ বিল্লাল হোসেন কিসলুর ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় প্রদত্ত জবানবন্দিতে রাসেলের সম্পর্কে বলেন যে, ঘটনার ২/৩ দিন পূর্বে তালতলা মার্কেটে বসে সে, রাজু, রাসেল, হুমায়ুন কবির, সবুজ, নিজাম ও হাবিব মিটিং করে এবং পরের দিন সকালে ডাকাতি করতে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। পরিকল্পনা মোতাবেক রাজু, রাসেল, নিজাম সাংবাদিক সাহেবকে শ্বাসরোধ করে একটা সাদা গামছা দিয়ে। মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত কয়েদী মোঃ হুমায়ুন কবির মোল্লার ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় প্রদত্ত জবানবন্দিতে রাসেলের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে বলেন যে,সে, রাসেল, রাজু, নিজাম ও কিসলুদের সাথে মিলে সাংবাদিকের বাসায় ডাকাতির পরিকল্পনা করে। ডিসেম্বরের ১৯/২০ তারিখের দিকে রাসেল, নিজাম ও কিসলু বাসা ভাড়া নেওয়ার অজুহাতে সাংবাদিকের বাড়ি রেকী করে আসে। পরিকল্পনা অনুযায়ী রাসেল সাংবাদিককে ফোন দিয়ে বলে তারা বাসা ভাড়া নেবে তাই অগ্রিম দিতে এসেছে। ঘটনার সময়ে কিসলু, রাসেল, রাজু, নিজাম ও হাবিব উপরে যায় এবং রাসেল ও কিসলু বিছানায় বসে। প্রথমে বাসা ভাড়ার এ্যাডভান্স দেওয়ার অজুহাতে কিসলু ও রাসেল কথা বলার এক ফাঁকে সাংবাদিককে চেপে ধরে। রাসেল সাদা গেঞ্জি দিয়ে সাংবাদিকের মুখ বেঁধে দেয়। রাসেল আর সে সাংবাদিককে ধরে নিচে নামিয়ে রাখে।

মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত কয়েদী মোঃ হাবিব হাওলাদার ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় প্রদত্ত জবানবন্দিতে বলেন যে, রাসেল ও কিসলু বাসা ভাড়া নিয়ে সাংবাদিকের সাথে কথা বলার এক পর্যায়ে চেয়ারে বসে থাকা অবস্থায় সাংবাদিকের মুখ চেপে ধরে। কিসলু মুখ চেপে ধরে থাকে, রাসেল ও নিজাম সাদা তোয়ালে দিয়ে সাংবাদিকের গলায় ফাঁস লাগায়। রাসেল ও নিজাম গেঞ্জি দিয়ে মুখ বাঁধে।

বিল্লাল হোসেন কিসলু তার জবানবন্দিতে বলেন, রাজু, রাসেল, নিজাম সাংবাদিক সাহেবকে একটা সাদা গামছা (তোয়ালে) দিয়ে শ্বাসরোধ করে। একই সুরে হুমায়ূন কবির মোল্লা তার জবানবন্দিতে বলেন যে, রাসেল ও নিজাম সাংবাদিকের গলায় সাদা তোয়ালে দিয়ে ফাঁস লাগায়। অন্যদিকে হাবিব হাওলাদারও তার জবানবন্দিতে বলেন যে, রাসেল ও নিজাম সাদা তোয়ালে দিয়ে সাংবাদিকের গলায় ফাঁস লাগায়।

সাদা তোয়ালেটি আলামত হিসেবে জব্দ করা হয়েছে এবং বিচারিক আদালতে প্রদর্শনী হিসেবে প্রদর্শিত হয়েছে।

সুরতহাল প্রতিবেদন থেকে প্রতিয়মান হয় যে, দুই ফুট লম্বা সাদা তোয়ালে দ্বারা ফাঁস লাগানো হয়েছে। ময়না তদন্ত ও ভিসেরা প্রতিবেদনে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে মর্মে ময়না তদন্তকারী ডাক্তার মতামত প্রদান করেছেন এবং বিচারিক আদালতে পি.ডব্লিউ-১৩ হিসাবে স্বাক্ষ্য প্রদান করেছেন। রাসেল ও নিজাম শুধু সাদা তোয়ালে দিয়ে ফাঁসই লাগায়নি হাবিব হাওলাদারের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, রাসেল ও নিজাম গেঞ্জি দিয়ে মুখ বেঁধে ছিল। সুরতহাল রিপোর্ট তা সমর্থন করে । এমনকি জব্দ তালিকা দৃষ্টে দেখা যায়, উক্ত সাদা ফুলহাতা গেঞ্জিটি আলামত হিসেবে জব্দ করা হয়েছে। তিনজন দন্ডিত কয়েদির স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি সুরতহাল প্রতিবেদন, জব্দ তালিকা, ময়না তদন্ত প্রতিবেদন ইত্যাদি দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। সুতরাং স্বাক্ষ্য প্রমানের ভিত্তিতে বিচারিক আদালত রাসেলকে যে মৃত্যুদন্ডের সাজা প্রদান করেছে তা যথার্থ হয়েছে।

রাজু মুন্সি এবং রাসেল মামলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পলাতক থাকায় তাদের কোন স্বীকারক্তিমূলক জবানবন্দি নেই। তবে বিল্লাল হোসেন কিসলু, হুমায়ুন কবির মোল্লা এবং মোঃ হাবিব হাওলাদার সুনির্দিষ্টভাবে আফতাব আহমেদের

হত্যাকান্ডে তাদের জড়িত থাকার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিঁক সাক্ষ্য দিয়ে তাদের হত্যাকান্ডের বিষয়গুলি প্রমানিত হয়েছে। ফলে রাজু মুন্সি এবং রাসেলকে প্রদত্ত মৃত্যুদন্ড সম্পূর্ণ যথাযথ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ৭৪ ডি.এল.আর (আপীল বিভাগ)(২০২২) পৃষ্ঠা- ১১ এ প্রকাশিত **মোঃ শুকুর আলী বনাম রাষ্ট্র** মামলার সিদ্ধান্তের নির্যাস খুবই প্রনিধানযোগ্য। **মোঃ শুকুর আলী এবং অন্যান্য বনাম রাষ্ট্র** মামলায় মাননীয় আপীল বিভাগ যথার্থই অভিমত ব্যক্ত করেছে যে, It is true that there is no eye witness in the instant case, but the inculpatory, true and voluntary confessional statements of two accused, and the circumstances particularly long absconsion by Shukur and Sentu are so well connected to indicate that those circustnaces render no other hypothesis other than the involvement of the appellants Shukur, Sentu, Mamun and Azanur in the alleged rape and murder thereof...

We hold that confessional statement of a co-accused can be used against others non-confessing accused if there is corroboration of that statement by other direct or circumstantial evidence.In the instant case, the makers of the confessional statements vividly have stated the role played by other co-accused in the rape incident and murder of the deceased which is also supported/corroborated by the inquest report, post mortem report and by the depositions of the witnesses particularly the deposition of P.Ws.1,2,3,10,11,

12, 14 and 18 regarding the marks of injury on the body of the deceased. Every case should be considered in the facts and circumstances of that particular case. In light of the facts and circumstances of the present case, we are of the view that the confessional statement of a co-accused can be used for the purpose of crime control against other accused persons even if there is a little bit of corroboration of that confessional statement by any sort of evidence either direct or circumstantial.(Emphasis added). Thus, the accused namely Shukur and Sentu are equally liable like Azanur and Mamun for murdering the deceased after committing rape.

দন্ডিত ও সাজা প্রাপ্ত মোঃ সবুজ খান প্রসঙ্গেঃ

মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত কয়েদী মোঃ বিল্লাল হোসেন কিসলুর ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় প্রদত্ত জবানবন্দিতে সবুজ খান সম্পর্কে বলেন,“ ঘটনার ২/৩ দিন পূর্বে তালতলা মার্কেটে বসে আমি রাজু, রাসেল, হুমায়ুন কবির, সবুজ, নিজাম ও হাবিব মিটিং করি। আমরা পরের দিন সকালে ডাকাতি করতে যাবার কথা সিদ্ধান্ত নেই। ...ঘরের ভেতর সাংবাদিক সাহেব ইজি চেয়ারে বসেছিলেন। রাসেল, রাজু, নিজাম, হাবিব এবং হুমায়ুন কবির ঘরের ভিতর প্রবেশ করে কথাবার্তা বলে তারা । আমি বারান্দায় ছিলাম। সবুজ ছিল গেটে।”

মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত কয়েদী মোঃ হুমায়ুন কবির মোল্লা ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় প্রদত্ত জবানবন্দিতে বলেন,“তখন আমি তাদেরকে নিয়ে তৃতীয় তলায়

সাংবাদিকের বাসায় আসি। সে সময়ে কিসলু, রাসেল, রাজু, নিজাম ও হাবিব উপরে আসে এবং পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সবুজ বাসার নিচে থাকে।

মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত কয়েদী মোঃ হাবিব হাওলাদার ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় প্রদত্ত জবানবন্দিতে সবুজ খান সম্পর্কে জানান,'' কথামত হুমায়ুন কবির বিকাল ৪.০০ টার দিকে সাংবাদিকের বাসায় যায়। সন্ধ্যার পরে কিসলু, রাজু, নিজাম, সবুজ ও আমি রামপুরা বৌ বাজারে একত্রিত হই। হুমায়ুন কবির কিসলুকে ফোন দিয়ে জানায় সাংবাদিকের বাসার কাজের বুয়া চলে গেছে। তখন আমরা সকলে মিলে সাংবাদিকের বাসার কাছে যাই।''

উপরে বর্ণিত তিনটি জবানবন্দি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ঘটনার সময় পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সবুজ খান ঘটনাস্থলের বাসার গেটে অবস্থান করেছিল। সে পাহাড়ায় নিয়োজিত ছিল। ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ বিচারক আসামীর আচরণ, বয়স, ঘটনার সঙ্গে আসামীর সম্পৃক্ততা ইত্যাদি বিষয়ে সার্বিক বিবেচনা করে সবুজ খানকে দন্ডবিধির ৩৯৬ ধারায় ৭(সাত) বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরো ১(এক) বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত করেছেন যা অত্যন্ত যৌক্তিক, আইনানুগ। ট্রাইবুন্যাল সবুজ খানের বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৩৯৬ ধারায় দন্ডিত করে যে সাজা আরোপ করেছেন তাতে হস্তক্ষেপ করার মত কোন কারণ নাই।

জাতীয় দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার প্রবীণ ফটো সাংবাদিক যিনি মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে এবং পরবর্তীতে অসংখ্য দূর্লভ ছবি ধারণ করে বিরল সম্মান **''একুশ পদকে''** প্রাপ্ত হয়ে বিরাট মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন,সেই ৭৯ বছর বয়সী আফতাব উদ্দিন আহমেদকে সামান্য অর্থের লোভে নৃশংস ও নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। এই অবৈধ হত্যাকান্ডটি মোঃ হুমায়ূন কবির মোল্লা, মোঃ রাজু মুন্সি, মোঃ হাবিব হাওলাদার, মোঃ বিল্লাল হোসেন কিসলু, মোঃ রাসেল কর্তৃক সংঘটিত হয়েছে মর্মে

সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। ফলে এই অপরাধীরা কোন ক্রমেই কোন প্রকার অনুকম্পা, কৃপা পেতে পারেন না। এই অপরাধীরা সর্বোচ্চ শাস্তি অর্থাৎ মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হওয়া অত্যাবশ্যক। অমানবিক, বর্বরোচিত নৃশংস হত্যাকান্ডের বিচারের ক্ষেত্রে **মোঃ মহিউদ্দিন এবং অন্যান্য বনাম রাষ্ট্র মামলার** সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা সমীচীন। ৭৫ ডি. এল.আর (আপীল বিভাগ) (২০২৩) পৃষ্ঠা-৮ এ প্রকাশিত, **ড. মিয়া মোঃ মহিউদ্দিন এবং অন্যান্য বনাম রাষ্ট্র** মামলায় আপীল বিভাগ যথার্থই বলেন যে, "A Judge does not presides over a criminal trial merely to see that no innocent man is punished. A judge also presides to see that a guilty man does not escape the tentacles of justice. That is what the justice stands for.

The principles governing the sentencing policy in our criminal jurisprudence have more or less been consistent. While awarding punishment, the Court is expected to keep in mind the facts and circumstances of the case, the legislative intent expressed in the statute in determining the appropriate punishment and the impact of the punishment awarded. Before awarding punishment a balance sheet of aggravating and mitigating circumstances has to be drawn up and in doing so the mitigating circumstances have to be accorded full weightage and a just balance has to be struck between the aggravating and mitigating circumstances. Considering the depraved and shameful manner in which the offence has been

committed, the mitigating factor would not outweigh the aggravating factors. In this case, there was no provocation and the manner in which the crime was committed, was brutal. It is the legal obligation of the Court to award a punishment that is just and fair by administering justice tempered with such mercy not only as the criminal may justly deserve but also the right of the victim of the crime to have the assailant appropriately punished is protected. It also needs to meet the society's reasonable expectation from court for appropriate deterrent punishment conforming to the gravity of offence and consistant with the public abhorrence for the heinous offence committed by the convicts. "

তাছাড়া নির্মম হত্যাকান্ডের শাস্তি আরোপের বিষয়ে ৪এস.সি.ও.বি (২০১৫) (আপীল বিভাগ) পৃষ্ঠা-১১ তে প্রকাশিত **শহিদ উল্লাহ @ শহীদ এবং অন্যান্য বনাম রাষ্ট্র মামলায়** আপীল বিভাগ একই মত প্রকাশ করে বলেছেন " This type of killers/ murderers cannot and should not get any mercy from the court of law. There is no reason for showing any leniency or mercy to this type of offenders who are enemy for the whole society. So we are unable to accept the submission of the learned advocate for the condemned prisoners to reduce the sentence of death to life

imprisonment. In our opinion this is a fit case for imposing death sentence on killers."

ইতিপূর্বে বর্বরোচিত হত্যাকান্ডের মামলায় শাস্তি আরোপের ক্ষেত্রে ৩ এস.সি.সি (১৯৯২) পৃষ্ঠা-২০৪ এ প্রকাশিত **Madan Gopal Kakkad Vs. Naval Dubey** মামলার সিদ্ধান্তে সুদৃঢ়ভাবে বিবৃত হয়েছে, "We feel that Judges who bear the sword of Justice should not hesitate to use that sword with the utmost severity, to the full and to the end, if the gravity of the offences so demands."

উপরে বর্ণিত কারণেই দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-৪, ঢাকা কর্তৃক সঠিক ভাবেই দন্ডবিধির ৩৯৬ ধারার অভিযোগে অপরাধ সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাদেরকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করে সঠিকভাবে রায় ও আদেশ প্রদান করেছেন। বিজ্ঞ দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-৪, ঢাকার প্রদত্ত রায় ও আদেশ সম্পূর্ণ অভ্রান্ত, নির্ভুল এবং অহস্তক্ষেপযোগ্য। ফলে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৭৪ ধারা মোতাবেক প্রেরিত ডেথ রেফারেন্সটি অনুমোদন করা হলো এবং মোঃ হুমায়ূন কবির মোল্লা, মোঃ বিল্লাল হোসেন কিসলু, মোঃ হাবিব হাওলাদার, মোঃ রাজু মুন্সি এবং মোঃ রাসেলের মৃত্যুদন্ডাদেশ চূড়ান্তকরণ করা হলো। সাজাপ্রাপ্ত দন্ডিতদের সকল প্রকার ফৌজদারী আপিল এবং জেল আপিল সমূহ খারিজ করা হলো। মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে ১,০০০/- টাকা হারে অর্থদন্ড আরোপ করা হল।

মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামী মোঃ রাজু মুন্সি ও মোঃ রাসেল এর সাজা পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার এর তারিখ হতে অথবা স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পনের তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

সাজাপ্রাপ্ত মোঃ সবুজ খানের ফৌজদারী আপিল খারিজ করা হলো। বিচারিক ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক মোঃ সবুজ খানকে দন্ডবিধির ৩৯৬ ধারায় দন্ডিত করে ৭(সাত) বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরো ১(এক) বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত করার যে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে তা অভ্রান্ত, নির্ভুল ঘোষণা করা হলো।

এই রায়ের অনুলিপি নিম্ন আদালতের নথিসহ তা ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল- ৪ এ অতি সত্বর প্রেরণ করা হউক।

বিচারপতি জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন

আমি একমত।

আজিজ/এবিও